গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্কার শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসংঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৫৮৯
ফ্যাক্স: ৯৫১২২৮৬
e-mail: moragovbd@gmail.com

সিস্টেমস এনালিষ্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ইউ.ও.নোট নং-১৬.০০.০০০০.০২০.৩১.০০২.১৮-১৮৯৪ তারিখ: ১৫ অক্টোবর, ২০১৯।

E:\Songskar\NIS\office order 2018-2019.doc 95

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.mora.gov.bd

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ **আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ**
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানেঃ **জনাব মোঃ আনিছুর রহমান**
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়ঃ সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

(১)	জনাব মোঃ জহির আহমদ, যুগ্মসচিব (বাজেট ও অনুদান), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-আহবায়ক
(২)	জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার, যুগ্মসচিব (সংস্থা),ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৩)	জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নূরী, যুগ্মসচিব (সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৪)	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপসচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৫)	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সিস্টেমস এনালিস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৬)	ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি, সিনিয়র সহকারী প্রধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৭)	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৮)	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, প্রোগ্রামার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(৯)	জনাব মহ. আব্দুর রশিদ মোল্লাহ, সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য
(১০)	জনাব মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনঃ.....

প্রকাশনায়ঃ প্রশাসন অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুদ্রণেঃ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়।

প্রকাশকালঃ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হল ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ আবশ্যাক।

বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। সকল ধর্মের লোক এখানে শান্তিতে বসবাস করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সকল ধর্মাবলম্বীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সকল ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মানুষকে প্রকৃত ধর্ম চর্চার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৮৭২২ কোটি টাকার 'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন 'মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)' এবং 'ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ২টি চলমান আছে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে স্ব স্ব ধর্মের কল্যাণ সাধনে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। "২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে ১,২৭,১৫২ জন হজযাত্রীর হজ্জব্রত পালন সম্পন্ন করা হয়েছে। এ অর্থবছরে প্রথমবারের মত জেদ্দার ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন হয়। এতে ৬০,৫৯০ জন হজযাত্রী সরাসরি উপকৃত হয়। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১০ (দশ) বছরে হজযাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা ও আনুষঙ্গিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনাকে সহজ, নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করা হয়েছে। নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন দেশের কিছু সংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ ও পানির বিল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। এছাড়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি, আন্তঃধর্মীয় পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিকতা উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় হতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রতিবারের মত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশ পাবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিশেষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য আমি সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

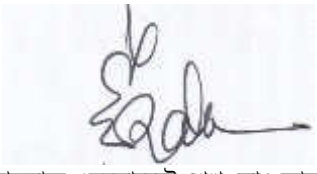

(আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ)

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্মহীন জীবন-জীবন নয়, ধার্মিকরা সুখি হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাল হতে পৃথক মন্ত্রণালয় হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেই থেকে এ মন্ত্রণালয় ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার সকল ধর্মের উন্নয়ন এবং একটি অসাম্প্রদায়িক সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি/২০১৮ খ্রি. প্রণয়ন করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মন্দির ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বৌদ্ধ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতা উন্নয়নের লক্ষ্যে “প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বৌদ্ধ শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করা হচ্ছে। খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে চার্চ, গীর্জা মেরামত, সংস্কার ও নিমার্ণ এর কাজে রাষ্ট্রীয় অনুদান দেওয়া হচ্ছে। ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গতিশীলতা এসেছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় সংস্থা। এ সংস্থার মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণী প্রকাশের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করাই এ প্রকাশনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আমি এ প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

(মো: আনিছুর রহমান)
সচিব

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকার ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২. প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় পর্যায়ে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। এছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

৩. ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে। এর রুপকল্প হল ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ এবং অভিলক্ষ্য হল ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ৮৬ টি পদের বিপরীতে ৬৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োজিত আছে।

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়; হজ অফিস, ঢাকা; বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব; হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা । এ সকল দপ্তর/সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এ মন্ত্রণালয় থেকে গ্রহণ করা হয়।

৫. Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July ২০১৪) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২২ টি প্রধান কার্যাবলী নির্ধারিত রয়েছে । তন্মধ্যে হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুদান প্রদান, ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অন্যতম। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, আরটিআই, ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন, বিদ্যমান অর্ডিন্যান্সসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় আইন আকারে প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে।

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য The Mussalman Wakf Validating Act, ১৯১৩ (Act No. VI of ১৯১৩); Wakf Validating Act, ১৯৩০ (Act. No. xxxii of ১৯৩০); The Waqfs Ordinance, ১৯৬২; The Islamic Foundation Act. ১৯৭৫; The Zakat Fund Ordinance, ১৯৮২; The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, ১৯৮৩; বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮, The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, ১৯৮৬, ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৬নং আইন); ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন) আইন/অধ্যাদেশ রয়েছে।

৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ১১৪৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলো হল (১) মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২) ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (২য় পর্যায়) প্রকল্প (৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরীতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (৪) মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (৫) ‘প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্প (৬) গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প (৭) ‘সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ’ প্রকল্প (৮) মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) (৯) ধর্মীয় ও আর্থসামাজিকপ্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১০) প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (১১) ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

৮. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাকধর্মীয় ও ,প্রাথমিক-নৈতিকতাশিক্ষা, কিশোর কিশোরীদের কুরআন-শিক্ষা এবং বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান;শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আর্থ সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ-প্রদান; বিভিন্ন গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা এবং বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ,যাপনধর্মীয় উৎসব উদ্ ,মেরামত/দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থিক সহায়তা প্রদান; হজ প্যাকেজ ঘোষণা, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতির সংশোধন/হালনাগাদ, হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন, হজ নির্দেশিকাসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ, অসুস্থ হজযাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ওয়াকফ এস্টেট চিহ্নিতকরণফ সম্পত্তি অডিটকরণ ওয়াক্ ,ফ চাঁদা আদায়ওয়াক্ ,মোতওয়াল্লী নিয়োগ ,কমিটি গঠন , এবংওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়ন; যাকাত সংগ্রহ ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং দরিদ্র মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

৯. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা; সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে মানসম্মত ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ; ধর্মীয় শিক্ষক, ইমাম ও মুয়াজ্জিন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান; হজ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে হজযাত্রীদের সেবার মান বৃদ্ধি; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারযাপন এবং দুঃস্থ ধর্মীয় উৎসব উদ্ ,মেরামত/ ;পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি; যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন; সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন; কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন; সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ; ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

১০. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১১. ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে-স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' জারি হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। উক্ত বোর্ডে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী চেয়ারম্যান। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ সারা দেশের ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবায় ৪০টি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল পরিচালনা, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং চলমান ২টি প্রকল্পের মাধ্যমে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

১২. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় দেশের প্রাচীনতম অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট বলে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ১০৪ টি ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্ত করা হয় ও ৩২৬ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়। ২৩৬৫ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের আয় ও ব্যয়ের অডিট করা হয়। ৬,৭২,২৩,৩৫৩/- (ছয় কোটি বাহাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত তিপ্পান্ন) টাকা ওয়াক্ফ চাঁদা আদায় করা হয় । ৪৫ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের অবৈধ দখলদারদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ৫৯ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ৬টি ওয়াক্ফ এস্টেটের সম্পত্তির উন্নয়ন ও আয় ব্যয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১৩. উন্নততর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, ১৪৪০ হিজরি/২০১৮ খ্রি. প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকার আশকোনায় স্থায়ী হজ অফিসসহ হজ ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। বছরব্যাপী হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনসহ যে কোন ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৭ সালে হজ কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ওয়েব চ্যাট, স্কাইপি, ই-মেইল, সাপোর্ট টিকেট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয় এবং ঢাকা হজ অফিস আশকোনায় প্রাক-নিবন্ধন এবং হজ সম্পর্কিত যে কোন তথ্য হজযাত্রী ও সাধারণ জনগণ খুব সহজে জানতে পারছেন। ১৪৬৪ টি হজ

এজেন্সির মালিক ও তাদের প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১,২৭,১৫২ জনকে হজে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দার মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজ সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত হাজীদের আবাসনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাসহ যথাসময়ে সৌদি আরব গমন, বাংলাদেশে ফেরত এবং যথাসময়ে মক্কা মদিনা যাতায়াত নিশ্চিতকরণ, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রেরিত হাজীদের সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং হজকালীনয়ে মক্কা মদিনা এবং জেদ্দায় স্থায়ী ক্লিনিক স্থাপন করে সম্মানিত হজ যাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

১৪. বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান; হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টিবোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বাবদ ২,৩৪,৪০,০০০ টাকা বিতরণ, এছাড়া হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ১০০৫টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ১,১০,০০,০০০/- টাকা এবং ৪৮৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে ২০,০০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,০০,০০,০০০/- টাকা দেশের ৮০০০ পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়। কল্যাণ ট্রাস্টের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব সমূহ পালন করা হয়। হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্দির ভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় । এছাড়া ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সেবাইত ও পুরোহিতের দক্ষতাবৃদ্ধিকরণ প্রকল্প চালু করা হয় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১১৯৯ জন সেবাইত ও পুরোহিতকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

১৫. বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নয়ন তথা বৌদ্ধ ধর্মের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষে ১৯৮৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ট্রাস্ট অধ্যাদেশ - এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ; ক) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সর্বপ্রকার ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থা করা, খ) বৌদ্ধ উপাসনালয়সমূহের প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ সাহায্য করা গ) বৌদ্ধ উপাসনালয় সমূহের পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ঘ) উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য সম্পাদন করাই ট্রাস্টের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা। ২৫ জুলাই ২০১৮ খ্রি. তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মুলে ১২ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি র্বোড পূনর্গঠন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়ের সংস্কার ও মেরামত ও ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১ কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেশের ৩৯৫টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। ৪৩ জন অসহায় গৃহী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে ''**শুভ প্রবরণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান**'' সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব যথাযথ ভাবে পালন করা হয়। বৌদ্ধ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা'' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাজড়াছড়ি এ পাঁচটি জেলায় বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

১৬. ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর বর্তমান সরকার বিগত মেয়াদে ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রত্যাশিত খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। সরকার ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ কোটি টাকার Endowment তহবিল ছাড়পূর্বক ট্রাস্টের নামে ১ টি স্থায়ী আমানত করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন-২০১৮ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল" হতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করা হয় এবং ১০৭ টি চার্চকে ৩৬,৫০,০০ লক্ষ টাকা মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ মাঠিভরাট, কবরস্থানের বাউন্ডারী নির্মাণের জন্য অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া যথাযথ মর্যাদায় সকল ধর্মীয় উৎসব ও জাতীয় দিবস সমূহ পালন করা হয়।

১৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৮১-৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে ৯২১০,৪২,০ টাকা এবং ০০,পরিচালন খাতে ২৪৬,৮০টাকা ০০০, বাজেট বরাদ্দ করা হয়।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি	০১
	১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি	০১
	১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	০১
	১.৩ জনবল	০২
	১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা	০২
২.	মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি	০৩
৩.	অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি	০৪
	৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ	০৪
	৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা	০৪
	৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখা	০৪
	৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখা	০৫
	৩.১.১.৩ প্রশাসন-৩ শাখা	০৫
	৩.১.১.৪ আইসিটি শাখা	০৬
	৩.২ হজ অনুবিভাগ	০৬
	৩.২.১ হজ অধিশাখা	০৬
	৩.২.১.১ হজ-১ ও হজ-২ শাখা	০৬-০৭
	৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ	০৭
	৩.৩.১ অনুদান শাখা	০৭-০৮
	৩.৩.২ বাজেট শাখা	০৮-০৯
	৩.৩.৩ হিসাব শাখা	০৯-১০
	৩.৩.৪ অডিট ও দেবোত্তর শাখা	১০
	৩.৪. সংস্থা অনুবিভাগ	১০
	৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা	১০
	৩.৪.১.১ সংস্থা শাখা	১০-১১
	৩.৪.১.২ আইন শাখা	১১
	৩.৫. উন্নয়ন অনুবিভাগ	১১
	৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা	১১
	৩.৫.১.১ পরিকল্পনা-১ শাখা	১১-১২
	৩.৫.১.২ পরিকল্পনা-২ শাখা	১২-১৩
৪.	আইন ও অধ্যাদেশ	১৪
৫.	উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি	১৫
	৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	১৫
	৫.২ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প	১৫
	৫.৩ প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ০১টি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	১৬
	৫.৪ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প	১৬-১৭
	৫.৫ মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প	১৭
	৫.৬ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প	১৭
	৫.৭ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১৭
	৫.৮ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প	১৭

ক্রম	বিষয়াবলি	পৃষ্ঠা
৬.	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি.....	১৮-২২
৭.	২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা.....	২৩
৮.	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ.....	২৪
৯.	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি.....সিটিজেন চার্টার/	২৫-৩৪
১০.	আওতাধীন দপ্তর.....সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ/	৩৫
	১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন.....	৩৫-৪৬
	১০.২ বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়.....	৪৭-৫৩
	১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা.....	৫৪-৫৬
	১০.৪ বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা.....	৫৭-৫৮
	১০.৫ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট.....	৫৯-৬৪
	১০.৬ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট.....	৬৫-৬৮
	১০.৭ হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট.....	৬৯-৭০
১১.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৭১-৮ অর্থবছরের বাজে.....	৭১
	১১.১ অনুন্নয়ন.....	৭১
	১১.১ উন্নয়ন.....	৭১
১২.	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা.....	৭২
১৩.	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি.....	৭২
১৪.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল নম্বর	৭২-৭৩
১৫.	আলোকচিত্র	

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

১.১ ভূমিকা ও পরিচিতি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকার ঘোষিত রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সকল ধর্মাবলম্বীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, ই-হজ ব্যবস্থাপনা, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন, আন্ত ধর্মীয় সংলাপ, ধর্মীয় ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা, আন্ত:ধর্মীয় সংহতি সুসংহত এবং সমঅধিকার ও সহমর্মিতা বিনির্মাণে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ই-হজ ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রথমবারের মত হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয় যা হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করেছে। হজ ফ্লাইটের তথ্য, মক্কা ও মদিনায় আবাসন, হজ এজেন্ট সমূহের সৌদি আরবে ব্যাংক হিসাব খোলা, চিকিৎসা সেবায় কিওস্ক মেশিনের প্রবর্তনসহ প্রতিটি স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন প্রতিটি” টি মডেল৫৬০ জেলা ও উপজেলায় একটি করেমসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন এপ্রিল ২৫ শীর্ষক একটি প্রকল্প গত “ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের :খ্রি ২০১৭ পথ সুগম হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় টি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক ১ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তী সময় ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

১.২ রুপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mision)

রুপকল্প (Vision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

অভিলক্ষ্য (Mision) : ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

১.৩ জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
১.	সচিব	০১	০১
২.	অতিরিক্ত সচিব	০১	০২
৩.	যুগ্ম-সচিব	০৪	০৪
৪.	উপ-সচিব	০৮	০৩
৫.	সিস্টেমস এনালিস্ট	০১	০১
৬.	সচিবের একান্ত সচিব	০১	০১
৭.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৩	০৯
৮.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০২	০১
৯.	প্রোগ্রামার	০১	০১

১০.	সহকারী প্রোগ্রামার	০২	০১
১১.	সহকারী মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	-
১২.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১
১৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০	০৯
১৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬	০৪
১৫.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১
১৬.	হিসাব রক্ষক	০১	০১
১৭.	কম্পিউটার অপারেটর	০৫	০৩
১৮.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১০	১০
১৯.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	০৫
২০.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	০৪	০৩
২১.	ক্যাশিয়ার	০১	০১
২২.	ফটোকপি অপারেটর	০১	০১
২৩.	ক্যাশ সরকার	০১	০১
২৪.	কুক	০১	০১
২৫.	গার্ড	০১	০১
২৬.	অফিস সহায়ক	২৯	২৭
	সর্বমোটঃ	**১১২**	**৯৩**

১.৪ আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়
- হজ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা, সৌদি আরব
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

২। মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Revised up to July ২০১৪) অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

১। ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বিষয়ক কার্যক্রম;

২। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ধর্ম বিষয়ক সংস্থা এবং সভায় অংশ গ্রহণ;

৩। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রকাশনা উন্নয়ন;

৪। ধর্মীয় দাতব্য বিষয়াদি ও প্রতিষ্ঠানসমুহ;

৫। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান;

৬। ধর্মীয় সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমুহ এবং ধর্মীয় কার্যাবলি বিষয়ক সকল বিষয়;

৭। জাতীয় হজ ও উমরাহ নীতি, হজ প্রশাসন এবং তীর্থযাত্রা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৮। ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৯। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১০। গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন সংক্রান্ত বিষয়;

১১। ধর্ম বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, পরামর্শ-সভা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;

১২। বিদেশ হতে আগত ও বিদেশ গমণকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত বিষয়;

১৩। ইসলামিক সংহতি তহবিল সংক্রান্ত বিষয়;

১৪। অন্যান্য দেশের সংগে ধর্মীয় বিষয়ক চুক্তি, সমঝোতাসহ যাবতীয় কার্যাদি;

১৫। বিশ্ব যুব মুসলিম সম্মেলন স্থায়ী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৬। উৎসর্জন বিষয়ক বিষয়াদি;

১৭। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;

১৮। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাব-অফিস ও সংস্থাসমুহের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ;

১৯। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিঁয়াজো রক্ষা এবং মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত দায়িত্বসমূহের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর অন্যান্য দেশ/বিশ্ব সংস্থার সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;

২০। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়াদির উপর সমুদয় আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়;

২১। মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত যে-কোন বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিষয়;

২২। কোর্টে গৃহীত ফি বাদে এ মন্ত্রণালয়ের যে-কোন বিষয় সংক্রান্ত ফিসমুহ নির্ধারণ ও আদায় সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৩। অনুবিভাগভিত্তিক কার্যাবলি

৩.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

৩.১.১ প্রশাসন অধিশাখা

৩.১.১.১ প্রশাসন-১ শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণপদ বিলুপ্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী/পদ সংরক্ষণ /পদ সৃষ্টি/।

২. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা:কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী/

ম১ (ক) ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগনাদাবী -দাবী ,অব্যাহতি ,বদলী ,পদায়ন ,যোগদান ,পদোন্নতি , বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের :বহি) অর্জিত ছুটি ,পেনশন ,পিআরএল ,এসি আর ,স্বাস্থ্য পরীক্ষা ,সংক্রান্ত কার্যাবলী অভ্যন্তরেছুটি;ও অন্যান্য ছুটি সংক্রান্ত কার্যাবলী (শ্রান্তি বিনোদন ছুটি/

,র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ৪য় ও ৩ (খ)যোগদান /সিলেকশন গ্রেড) উচ্চতর গ্রেড ,পদোন্নতি ,বদলী , ,(টাইমস্কেল যে নামেই হোকঅগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদানঅর্জি ,এসিআর সংরক্ষণ ,সার্ভিস বুক হালনাগাদকরণ ,ত ছুটি (শ্রান্তি বিনোদন ছুটি/বাংলাদেশ ছুটি ও দেশের অভ্যন্তরে ছুটি :বহি), পিআরএল ও পেনশনসহ যাবতীয় কার্যাবলী;

(কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম/মোটর সাইকেল অগ্রিম/গৃহ নির্মাণ) কর্মচারীদের অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরী/কর্মকর্তা (গ) চ/এবং সাধারন ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরী়ূড়ান্ত উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যাবলী;

;অভিযোগ নিষ্পত্তি/কর্মচারীদের যে কোন ব্যক্তিগত আবেদন/কর্মকর্তা (ঘ)

;বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যাবলী ,কর্মচারীগণের চাকুরী/র্মকর্তাক (ঙ)

৩. মন্ত্রী যুগ্মসচিব ও অন্যান্য/অতিরিক্ত সচিব/সচিব/উপমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/কর্মকর্তাগণের বিদেশ ভ্রমণ এবং প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাবলী ;(ব্যক্তিগত কারণে/উচ্চতর অধ্যয়ন /সেমিনার /ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ/সরকারি দায়িত্ব পালন)

৪. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা;হাউজ প্রশিক্ষণ-কর্মচারীদের ইন/

৫. মন্ত্রণালয়ের আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ব্যাংকে পরিচালিত-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চলতি হিসাব সমূহের আয়ন-;ব্যয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী

৬. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর কর্মকর্তাগণের (ক্যাডার সার্ভিস) ম শ্রেণীর১বদলীকৃত /সংস্থায় প্রেষণে নিয়োগ/যোগদান ,পদায়ন , ,নাদাবী সংক্রান্ত কার্যাবলী-দাবী ,অব্যাহতি ,বদলীপিআরএলবাংলাদেশ ছুটি ও দেশের :বহি) অর্জিত ছুটি ,পেনশন , ;ব্যক্তিগত কার্যাবলী এবং অন্যান্য (শ্রান্তি বিনোদন ছুটি/অভ্যন্তরে ছুটি

৭. বাংলাদেশ হজ অফিস মক্কাউচ্চমান সহকারী /(মৌসুমী) সহকারী হজ অফিসার/(হজ) কনসাল/(হজ) জেদ্দার কাউন্সিলর/ কাম হিসাব রক্ষক পদে কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ ;এবং স্থানীয় কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যাবলী ;

৮. হজ্জ অফিস;(নিয়োগ বিধি ইত্যাদি/আপগ্রেডেশন/সৃষ্টি পদ) ঢাকার প্রশাসনিক কর্মকান্ড ,

৯. মন্ত্রী সিনিয়র সহকারী/সহকারী সচিব /সিনিয়র সহকারী সচিব /সচিব-উপ /সচিব-যুগ্ম/অতিরিক্ত সচিব/সচিব/উপমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/ প্রধানসামগ্রী ও আসবাবপত্র হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রাধিকার অনুযায়ী স্টেশনারী পণ্য/সহকারী প্রধান/ ;আসবাবপত্রের স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ/সরবরাহ এবং ক্রয়কৃত স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী/ক্রয়

১০. মন্ত্রণালয়ের ফটোকপিয়ারকম্পিউটার ক্রয় এব/ফ্যাক্স/ং এ সংক্রান্ত টোনারসরবরাহ এবং স্টক রেজিস্টারে ,মেরামত/যন্ত্রাংশ ক্রয়/ ;লিপিবদ্ধকরণ

১১. মন্ত্রণালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের লিভারিজ প্রদান;

১২. বাংলাদেশ সচিবালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

১৩. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী ।

৩.১.১.২ প্রশাসন-২ শাখার কার্যাবলি

১. জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

২. বিভিন্ন দপ্তর ,স্টোররুমে সংরক্ষণ ,স্টেশনারী পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ/শাখার চাহিদার প্রেক্ষিতে বিজি প্রেস হতে বিভিন্ন ফরম ছাপানো/ স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণএবং বিতরণ;

৩. ব্যবহার অনুপোযোগী আসবাবপত্রযন্ত্রাংশ ইত্যাদি অকেজো /কম্পিউটার এবং এ সংক্রান্ত টোনার/ফ্যাক্স/ফটোকপিয়ার/ ;ঘোষনাকরণ

৪. মন্ত্রণালয়ের ২য়/র্থ শ্রেনীর কর্মকর্তা৪য় ও ৩ ,কর্মচারীদের অনুকূলে মন্ত্রনালয়ের কোটাভুক্ত বাসা বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যাবলী;

৫. মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিকন সংক্রান্ত সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও টেলিফোনের খাত পরিবর্ত/আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরী/ ;কার্যাবলী

৬. মাননীয় মন্ত্রীলাইব্রেরীর পত্রিকার বিল পরিশোধ সংক্রান্ত /সচিবগণের প্রাধিকারভুক্ত-যুগ্ম ,অতিরিক্ত সচিব ,সচিব ,প্রতিমন্ত্রী/ ;কার্যাবলী

৭. মন্ত্রণালয়ের যানবাহন ক্রয় অকেজো ঘোষিত যানবাহন বিক্রয় সংক্রান্ত/অকেজো ঘোষণা/জ্বালানী বিল পরিশোধ/মেরামত/ ;কার্যাবলী

৮. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর সংস্থার/কর্মকর্তা;অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু সংক্রান্ত কার্যাবলী/কর্মচারীদের স্থায়ী/

৯. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তর সংস্থার যানবাহনের/স্টিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী;

১০. মন্ত্রণালয়ের অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ ও অফিস কক্ষসমূহের পূর্ত কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

১১. মন্ত্রণালয়ের করিডোরের শোভাবর্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলী;

১২.) ;পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী (ক)খব্যবহার এবং স্ট ,স্ট্যাম্প ক্রয় (ক রেজিস্টার সংরক্ষণ) ;গচিঠিপত্র বিলি বন্টন ও (;অন্যান্য (ঘ) তদারকি এবং

১৩. লাইব্রেরী রক্ষণাবেক্ষন;

১৪. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী ।

৩.১.১.৩ প্রশাসন-৩ শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জনপ্রশাসন ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ,মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাচাহিদা অনুযায়ী ধর্ম বিষয়ক / ;প্রতিবেদন প্রেরণ/সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মতামত/অধিনস্থ দপ্তর মন্ত্রণালয় ও

২. মাসিক সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন বিষয়ক আন্ত;মন্ত্রণালয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী:

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়প্রতিষ্ঠ/বিভাগ/ান কর্তৃক আয়োজিত সভা প্রশিক্ষণে মন্ত্রণালয়ের/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কর্মকর্তা কর্মচারীদের/ ;মনোনয়ন প্রদান/অংশগ্রহণ
৪. মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
৫. জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
৬. বিদেশী মিশনারীগণের M ক্যাটাগরির ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ,(NIS) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ,ইনোভেশনএবং (GRS) অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ,) তথ্য অধিকার আইনRTI) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
৮. ই ;জিপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী-ফাইলিং ও ই-
৯. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর;প্রস্তুত ও প্রচার সংস্থার কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ষান্মাসিক বুকলেট/
১০. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যাবলী।

৩.১.১.৪ আইসিটি শাখার কার্যাবলি

১. আইসিটি বিষয়ক পত্রাদি গ্রহণ ও প্রেরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
২. আইসিটি সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
৩. ওয়েবসাইট তৈরি, কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও হালনাগাদকরণ;
৪. মন্ত্রণালয়ের নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৫. ইন্টারনেট বিষয়ক সেবা প্রদান;
৬. ই-হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৭. মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/শাখায় ব্যবহৃত কম্পিউটার সামগ্রীর ট্রাবল-শ্যুটিং ও সিস্টেম সাপোর্ট;
৮. প্রোগ্রাম প্রণয়ন, ডেটাবেইজ তৈরি ও ব্যবহার;
৯. মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আইসিটি প্রকল্প/কর্মসূচির বিষয়ে পরামর্শ/সহায়তা;
১০. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
১১. মন্ত্রণালয়ের ই;সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান জিপি-নথি ও ই-
১২. কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ক্রয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান;
১৩. মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;
১৪. ই-মেইল গ্রহণ ও প্রেরণ রেজিস্টার, বিভিন্ন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার এবং ফেসবুক পেইজ ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ;
১৫. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি)APA)) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ,NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা)GRS), উদ্ভাবন (INOVATION) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

৩.২ **হজ** অনুবিভাগ

৩.২.১ **হজ** অধিশাখা

৩.২.১.১ হজ শাখার (হজ-১, হজ-২ ও হজ-৩) কার্যাবলি

১. বৈধ হজ এজিন্সীর তালিকা প্রকাশ এবং বৈধ হজ এজেন্সীসমূহের সাথে সরকারের পক্ষে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন ;
২. সৌদি আরবে মৌসুমী হজ অফিসার প্রেরণ ও বিভিন্ন টিম প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩. হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আইটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৪. হজযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ঔষধ ও ঔষধ সামগ্রীসহ হজ মৌসুমে ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ছাপানো সংক্রান্ত;
৫. হজ ব্যবস্থাপনার বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
৬. বাংলাদেশ হজ অফিস;সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ঢাকার হজ ব্যবস্থাপনা ,জেদ্দা এবং হজ অফিস/মক্কা ,
৭. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ;বাস্তবায়ন সংক্রান্ত (হজ সংক্রান্ত)
৮. হজ শাখা সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৯. হজ শাখা সংশ্লিষ্ট সংসদের প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম;
১০. হজ ও ওমরাহ এজেন্সী নিয়োগ;ক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমনবায়ন সং/
১১. বিভিন্ন হজ ও ওমরাহ এজেন্সীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও অভিযুক্ত এজেন্সী কর্তৃক দাখিলকৃত সকল রিট মামলার বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম;

১২. ই;হজ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ-
১৩. দেশব্যাপী সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের শতাধিক শাখাকে সম্পৃক্ত করে ফি জমা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৪. হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাব্য ,কর্মচারী/াংক কর্মকর্তাজেলার , ;অনুমোদিত সকল এজেন্সীর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান ,প্রতিনিধি

৩.৩ অনুদান ও বাজেট অনুবিভাগ

৩.৩.১ অনুদান শাখার কার্যাবলি

১. মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্ম বিষয়ক এবং দু:স্থদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ১০টি খাতের ফরম বিজি প্রেসের মাধ্যমে ছাপানো কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ প্রক্রিয়া;
মুসলিম :

(ক) মসজিদের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১)।

(খ) ইসলাম ধর্মীয় সংগঠনের জন্য আবেদন (ফরম-৪)।

(গ) ঈদগাহ ময়দান/কবরস্থান সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৭)।

হিন্দু :

(ক) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-২)।

(খ) হিন্দু ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৮)।

বৌদ্ধ :

(ক) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৫)।

(খ) বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশানের /প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৯)।

খ্রিস্টান :

(ক) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৬)।

(খ) খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-১০)।

বিবিধ :

(ক) দু:স্থ পুনর্বাসনের আবেদন (ফরম-৩)।

২. মসজিদ/মন্দিরের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুকূলে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারীসহ সকল প্রক্রিয়া;
৩. মাননীয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীপ্রতিমন্ত্রী/ ও সচিব মহোদয়ের কোটায় বর্ণিত ১১টি করে মোট ২২টি খাতে অনুদান প্রদানের জন্য জিও জারীসহ সকল প্রক্রিয়া;
৪. মাননীয় সংসদ সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের ভিত্তিতে বিভাজন/উপযোজন কার্যক্রম প্রক্রিয়া;
৫. দু:স্থ পুনর্বাসন বাবদ অনুদান মঞ্জুরির লক্ষ্যে অগ্রিম উত্তোলন সমন্বয়করণ সংক্রান্ত কার্যবলী;
৬. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক অনুদান প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি প্রেরণ ।

৭. **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দুস্থ পুনর্বাসন** :

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বানস, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন এবং দু:স্থ মুসলিম ও দু:স্থ হিন্দু পুনর্বাসন-এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।

৩.৩.২ বাজেট শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

২. মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ ;

৩. সচিবালয় এবং আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ ;

৪. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও সকল তথ্য আই-বাস++ এ এন্ট্রি;

৫. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ;

৬. আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ;

৭. রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৮. পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা ;

৯. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

১০. অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ;

১১. পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;

১২. অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

১৩. অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা ;

১৪. বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাববের সংগতিসাধন ;

১৫. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ ;

১৬. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ;

১৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা ;

১৮. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

১৯. আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ;

২০. আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;

২১. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা ;

২২. নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং মাসিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) গ্যলন পানির বিলে রেয়াত প্রদান ;

২৩. ও আই সি ভূক্ত প্রতিষ্ঠান International Islamic Fiqah Academy (IIFA) এবং Islamic Solidarity Fund (ISF) এ বাৎসরিক চাঁদা প্রদান ; এবং

২৪. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

৩.৩.৩ হিসাব শাখার কার্যাবলি

১. সকল কর্মচারীদের বেতন ভাতা;অফিসে প্রেরণ .ও.এ.অন্যান্য ভাতাদির বিল প্রস্তুতকরণ এবং সি ,

২. সেবা ও সরবরাহ খাতের যাবতীয় বিল প্রস্তুতকরণ ও সি;অফিসে প্রেরণ .ও.এ.

৩. হজ প্রতিনিধি দল হজ চিকিৎসক ,হজ প্রশাসনিক দল ,দলহজ সহায়তাকারী ও রাষ্ট্রীয় খরচে সৌদি ,হজ কারিগরি দল , ;ভাতাদির বিল প্রস্তুতকরণ আরব গমনকারী সকল সদস্যদের ভ্রমণ

৪. পুন;উপযোজনসহ মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ:

৫. মন্ত্রণালয়ের ৯ম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিলের আর্থিক জিও জারীবিল প্রস্তুত , ;প্রেরণ অফিসে .ও.এ.ও সি

৬. কর্মচারীদের যোগদান ও পদোন্নতিতে বেতন নির্ধারণ প্রস্তুতকরণ;

৭. অনুদানের চেক ইস্যু ও প্রেরণ;

৮. ব্যাংক হিসাবের ক্যাশ বই সংরক্ষণ ;

৯. নন গেজেটেড কর্মচারীদের ছুটির হিসাব প্রস্তুত;

১০. সচিবালয়ের কোডের বাজেট প্রস্তুতকরণ;

১১. কর্মচারীদের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ ;

১২. মাননীয় মন্ত্রীর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ভ্রমণ ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ;

১৩. অর্থ বছর ভিত্তিক যাবতীয় বিল ভাউচার সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

১৪. ত্রৈমাসিক ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত;

১৫. সি;ও অফিসের সাথে মন্ত্রণালয়ের মাসিক হিসাবের সংগতি সাধন.এ.

১৬. বাজেট ব্যয় পরিকল্পনা প্রনয়ন;

১৭. হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজ।

৩.৩.৪ অডিট ও **দেবোত্তর শাখার কার্যাবলি**

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রাপ্তির পর সভা আহবান এবং কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ;

২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখাসমূহের অভ্যন্তরীণ অডিট নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ;

৩. দেবোত্তর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচলিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ/ ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪. বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৫. অডিট ও দেবোত্তর শাখার বিবিধ বিষয়কার্যাবলী ।/

৩.৪ সংস্থা অনুবিভাগ

৩.৪.১ সংস্থা অধিশাখা

৩.৪.১.১ সংস্থা শাখার কার্যাবলি

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

৩. যাকাত বোর্ড ও এর যাবতীয় কার্যাবলি;

৪. ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট-এর যাবতীয় কার্যাবলি;

৫. ইসলামিক মিশন-এর যাবতীয় কার্যাবলি;

৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক মিশন, যাকাত বোর্ড এবং বায়তুল মোকাররম-এর অর্থ অবমুক্তি;

৭. জমিয়াতুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৮. মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৯. দ্বীনি দাওয়াত সম্পর্কিত কার্যাবলি;

১০. জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১১. ক্বেরাত প্রতিযোগিতা, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, ফিকাহ একাডেমী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১২. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৩. বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১৪. খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি

১৫. সচিবালয় মসজিদ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি ।

৩.৪.১.২ আইন শাখার কার্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়ের মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি;

২. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর;সংস্থার প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সমন্বয় সাধন/

৩. এটর্নি জেনারেল অফিসের সাথে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক যোগাযোগ;

৪. আইন ;অধ্যাদেশ ও নীতিমালার উপর মতামত প্রদান ,বিধি ,

৫. আইন সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি;

৬. মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার/বিদ্যমান অর্ডিন্যান্স আইনে রুপান্তর সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৭. বিভিন্ন এজেন্সীসমূহের মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুতকরণ;

৮. আন্ত;ধর্মীয় সংলাপ সংক্রান্ত কার্যাবলী:

৯. মক্তব ফাউন্ডেশনের অনিয়ম সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৩.৫ উন্নয়ন অনুবিভাগ

৩.৫.১ উন্নয়ন অধিশাখা

৩.৫.১.১ পরিকল্পনাশাখার কার্যাবলি ১-

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের অননুমোদিত নতুনঅননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন সংশোধিত/ ;প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি

২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই;কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও সভা আহবান ,

৩. যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়া করণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

৪. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারীজনবল নিয়োগ ও , ;অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ

৫. অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত;

৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়নকর্মসূচি সংক্রান্ত;

৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকিপরিদর্শন ও বাস্তবায়ন , ;সম্পর্কিত কার্যাবলি

৮. মসজিদ বিভিন্ন ধর্মীয়/প্রতিষ্ঠানের বৈদেশিক অনুদান গ্রহণের বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৯. প্রকল্প সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ;

১০. মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এবং প্রশাসন শাখা কর্তৃক চাহিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রেরণ;

১১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ;সম্পর্কিত কার্যাবলি (এপিএ)

১২. মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট নির্ধারণের বাজেট শাখা;কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান-

১৩. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্য সম্পাদন ,

১৪. বিভিন্ন কর্মসূচি অনুমোদন;

১৫. পঞ্চপ্রেক্ষিত ,বার্ষিক পরিকল্পনা-দ্বি ,বার্ষিক পরিকল্পনা- পরিকল্পনাপ্রণয়নের লক্ষ্যে এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল , ;শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা ২-পরিকল্পনা

১৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়পরিকল্পনা ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ , মন্ত্রণালয়অর্থ বিভাগ ও আইএমইডি কর্তৃক , চাহিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৭. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের SDG সংক্রান্ত কার্যাবলি।

৩.৫.১.২ পরিকল্পনাশাখার কার্যাবলি ২-

১. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনখ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের ,বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,ঢাকা হজ অফিস , ;সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি/অননুমোদিত নতুন

২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাবের এ্যাপ্রাইজাল যাচাই কমিটির কর্মপত্র প্রণয়ন ও ,সভাআহবান;

৩. যাচাই কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের জন্য অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ;

৪. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনস্ট ও মন্ত্রণালয়ের খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রা ,বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,ঢাকা হজ অফিস , জনবল নিয়োগ ,অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ;

৫. অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড় সংক্রান্ত;

৬. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মনিটরিং এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সভায় অংশ গ্রহণ;

৭. বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসনখ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও মন্ত্রণালয়ের ,বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ,ঢাকা হজ অফিস , অনুমোদিত প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি পরিদর্শন ও ,বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি;

৮. মহান জাতীয় সংসদ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলির প্রশ্নোত্তর প্রদান;

৯. মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন;

১০. পঞ্চ এসডিজি ইত্যাদি পরিকল্পনা দলিল ,প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ,বার্ষিক পরিকল্পনা-দ্বি ,বার্ষিক পরিকল্পনা-প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা;শাখার সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা ১-

১১. মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা আহবান;সভার কার্যাবিবরণী প্রণয়ন ও জারি ,সভার কর্মপত্র প্রণয়ন ,

১২. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সমাপ্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত;

১৩. উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ প্রদান এবং এনইসি;একনেক সম্পর্কিত সকল কাজ/

১৪. প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ;

১৫. প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।

৪। আইন ও অধ্যাদেশ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য আইন/অধ্যাদেশ নিম্নরূপঃ

- The Mussalman Wakf Validating Act, ১৯১৩ (Act No. VI of ১৯১৩);
- Wakf Validating Act, ১৯৩০ (Act. No. xxxii of ১৯৩০);
- The Waqfs Ordinance, ১৯৬২;
- The Islamic Foundation Act. ১৯৭৫;
- The Zakat Fund Ordinence, ১৯৮২;
- The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, ১৯৮৬
- The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, ১৯৮৩;
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮;
- ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৬নং আইন);

- ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫নং আইন)।

উপর্যুক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের www.mora.gov.bd আপলোড করা আছে এবং উক্ত ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ ডাউন লোড করতে পারবে।

Islamic Foundation (Amendment) Act ২০১৩.

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সালের ১০ নং আইন।

৫। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি

৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ১১৪৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ২০১৮২০১-৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	২০১৮ ২০১৯- বরাদ্দ অর্থবছরের (লক্ষ টাকায়(
বাস্তবায়নকারী সংস্থাফাউন্ডেশন ইসলামিক :			
১.	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম) (ষ্ঠ পর্যায়৬)১ম সংশোধিত(	জানুয়ারি,২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯	৬৬৬৪০.০০
২.	ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম (য় পর্যায়২)প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১৬ হতে মার্চ ২০২০	৪০৭.০০
৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় ও জেলা লাইব্রেরীতে পুস্তক সংযোজন ও পাঠক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	৬৪১.০০
৪.	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন ২০২০	১০৯৪.০০
৫.	'প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন'(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০	৩৬৮৮৮.০০
৬.	গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০	৬০০.০০
৭.	'সিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প	ডিসেম্বর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০	১০০০.০০
বাস্তবায়নকারী সংস্থাট্রাস্ট কল্যাণ ধর্মীয় হিন্দু :			
৮.	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম)৫ম পর্যায়(	জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০	৬২৫৯.০০
৯.	ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা - বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	৩৬৯০০.
বাস্তবায়নকারী সংস্থাট্রাস্ট কল্যাণ ধর্মীয় বৌদ্ধ :			
১০.	প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাকয় পর্যায়২-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প-	জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	৩৪২.০০
১১.	ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০	৬১২.০০

৫.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দবিহীন নিম্নোক্ত ০৭টি অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে :

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০১.	হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান	"হাওর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন ও

		উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (জুলাই,২০১৭-জুন,২০২২)	জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনে ইতোমধ্যে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
	০২.	কুমিল্লা ও ময়নমনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বিভাগীয় কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	"কুমিল্লা ও ময়নমনসিংহ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ও বিভাগীয় কমপ্লেক্স স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুর্নগঠনের কাজ চলমান আছে।
	০৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল ইনপরমেশন সিস্টেম শক্তিশালীকরন ও আরবি ল্যাঙ্গুযেজ ল্যাব প্রতিষ্ঠা প্রকল্প (জুলাই২০১৮-জুন ২০২১)	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজিটাল ইনফরমেশণ সিস্টেম শক্তিশালীকরণ ও আরবি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব প্রতিষ্ঠা প্রকল্পের ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে শীঘ্রই প্রকল্পের কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।
	০৪.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছাপাখানা আধুনিকীকরণ প্রকল।প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১	"ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছাপাখানা আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।
	০৫.	৭ টি ইসলামিক শিশন কেন্দ্র (বরিশাল, মৌলভীবাজার, বি-বাড়িয়া, মাগুরা, শেরপুর, বরগুনা এবং কুষ্টিয়া) স্থাপন পার্বত্য জেলায় মিশন সাব-সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং ১০ টি মিশনের বিদ্যমান ভবনের সংস্কার ও মেরামতকরণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২১)	৭ টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র স্থাপন, ৩ পার্বত্য জেলায় ১২ টি মিশন সাব-সেন্টার (বরিশাল, বি-বাড়ীয়া, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, হবিগঞ্জ, শেরপুর এবং বান্দরবান) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	০১.	সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার (নভেম্বর ২০১৮ থেকে অক্টোবর ২০২১)	অনুমোদিত।
	০২.	ঐতিহ্যবাহী পুরাতন মন্দির পূর্ণনির্মাণ/মেরামত/সংস্কার প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন২০২২)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।
	০৩.	মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন ও শক্তিশালীকরণ এবং হিন্দু ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা (জুলাই,২০১৮-জুন,২০২২)	প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে নতুন অননুমোদিত প্রকল্প

ইসলামিক ফাউন্ডেশন	**০১.**	**আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদ পুণ:নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৬-জুন২০২০)**	**প্রকল্পের আওতায় স্থাপত্র নকশা প্রণয়নকল্পে ইতোমধ্যে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি এবং গণপূর্ত;- অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে খুব শীঘ্রই উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হবে।**

৫.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

৫.৩.১ ''প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন'' প্রকল্প:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতাধীন টি৫৬০ প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে" (ম সংশোধিত১) "স্থাপন মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শীর্ষক ৮৭২২ ২৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গত ০০.এপ্রিল তারিখে একনেক সভায় অ :খ্রি ২০১৭নুমোদিত হয়েছে। এর ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় টি করে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক ১ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৫.৩.২ **''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' প্রকল্প**

এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। জানুয়ারি -প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন ''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'')''মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'' ষ্ঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। বর্তমানে৬থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে ১৯৯৩প্রকল্প (নৈতিকতা ও ,আরবি ,ইংরেজি ,কঅং ,এর মাধ্যমে দেশের মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ১০ বছরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে-৭৩ লক্ষ ৫০ হাজার সহজ কুরআন শিক্ষাস্তরে ,৬১ লক্ষ ৯৫ হাজার এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৮০০ জনসহ সর্বমোট)৭৩৫০০০০+৬১৯৫০০০১+৯২০০০ কোটি ১=(৩৭ লক্ষ ৩৭ হাজার জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী টি রিসোর্স সেন্টার২০৫০শিক্ষা চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য সারাদেশে (অব্যাহত) পরিচালিত হচ্ছে।

গত ৩০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদনকালে প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে ''বাংলাদেশের যেসকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের আওতায় মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে'' মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যারা দেশে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চল, হাওড়-বাওড়, দ্বীপ ও চরাঞ্চল এবং নদী-ভাঙ্গন এলাকাসমূহের মধ্যে যেখানে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চল/এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি ২টি করে মোট ১০১০ টি ''এবতেদায়ী মাদ্রাসাভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়''-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা পর্যায়ক্রমে প্রথম শ্রেণি হতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে "সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন" শীর্ষক টাস্কফোর্স-এর ১৮-০৩-২০১৫ খ্রি. তারিখের প্রথম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের কুরআন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষায় আররি ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম(৬ষ্ঠ পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পে আররি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর নির্দেশনা বাস্তবায়নে ৩টি পুস্তক মুদ্রণের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (পর্যায় ষ্ঠ৬)প্রকল্পের আওতায় ২০১৮১-৯ শিক্ষাবর্ষে লক্ষ ৯৬০ হজার শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক১ ,৪ লক্ষ ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীকে পবিত্র সহজ কুরআন শিক্ষা এবং জন নিরক্ষর বয়স্ক জনগোষ্ঠি ২০০ হাজার ১৯সহ

সর্বমোট ১৪ লক্ষ ২শত জনকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও মূল্যবোধমূলক শিক্ষা এবং নীতি ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কাজ অব্যহত রয়েছে। এছাড়া ৫০৫টি উপজেলায় ৫টি সাধারণ রির্সোস সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা৫০ হাজার ২টি মডেল ও ৫০ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

৫.৩.৩ মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প

মসজিদ পাঠাগার প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর একটি অন্যতম প্রকল্প। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। সমাজে জনগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনুল করিম, হাদিস ও ইসলামি পুস্তকসহ অন্যান্য পুস্তকের পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। জুলাই/২০১৭ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদী মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ১০৯৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থবছরে ১৬০০ টি মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫.৩.৪ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৪র্থ পর্যায় প্রকল্প

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে ২১৬.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,৪০,০০০ শিক্ষার্থীকে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা, ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮২৫০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে নিরক্ষরমুক্ত করা এবং ২০০টি গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫,০০০ শিক্ষার্থীকে নৈতিক শিকক্ষা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬২৫৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১,৮০,০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৬২৫০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাক্ষর জ্ঞান এবং ৫০০০ শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৩২২ জন জনবল বেতনভিত্তিক এবং ৬৪৫০ জন জনবল সম্মানি ভিত্তিতে নিয়োজিত রয়েছে।

৫.৩.৫ ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

হিন্দু ধর্মীয় নেতা তথা পুরোহিত ও সেবাইতদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাদের সম্পৃক্ত করার জন্য আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পুরোহিত ও সেবাইতদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি ২০১৫ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ২৪ হাজার ৪০০ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৬৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং উক্ত অর্থ বছরে ১১,১২৫ জন পুরোহিত ও সেবাইতকে ধর্মীয় আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩.৬ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য দ্বিতীয় বারের মত ২০১৮ সালে পাইলট ভিত্তিতে ১২টি জেলায় (চট্টগ্রাম, রাংগামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগা) এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পটির জন্য ১০২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৩৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ৬,০০০ শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

৬। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

৬.১ হজ বিষয়ক কার্যাবলী

হজ ব্যবস্থাপনা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ১৪৪০ হিজরি / ২০১৯ খ্রি. এর আলোকে এ বছরের হজ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর সৌদি-বাংলাদেশ হজ চুক্তির মাধ্যমে ২০১৯ সালের হজ কার্যক্রম শুরু হয়। তার পূর্বে সুন্দর ও সফল হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তথা হজ ক্যালেন্ডার-২০১৯ প্রস্তুত করে হজ কার্যক্রম শুরু হয়। হজ ব্যবস্থাপনায় যেসব ক্ষেত্রে উন্নতি করার সুযোগ ছিল সেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন/সংস্কার হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশী হজযাত্রীর সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে যেখানে বাংলাদেশী হজযাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার ৬ শত ২৮ জন, ২০১৯ সালে হজযাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫২ জনে বৃদ্ধি পায়। হজযাত্রীবৃদ্ধির এ পরিসংখ্যাণ প্রমাণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে ইসলামের অন্যতম বিধান পবিত্র হজ পালনের ব্যবস্থাপনাও অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়েছে।

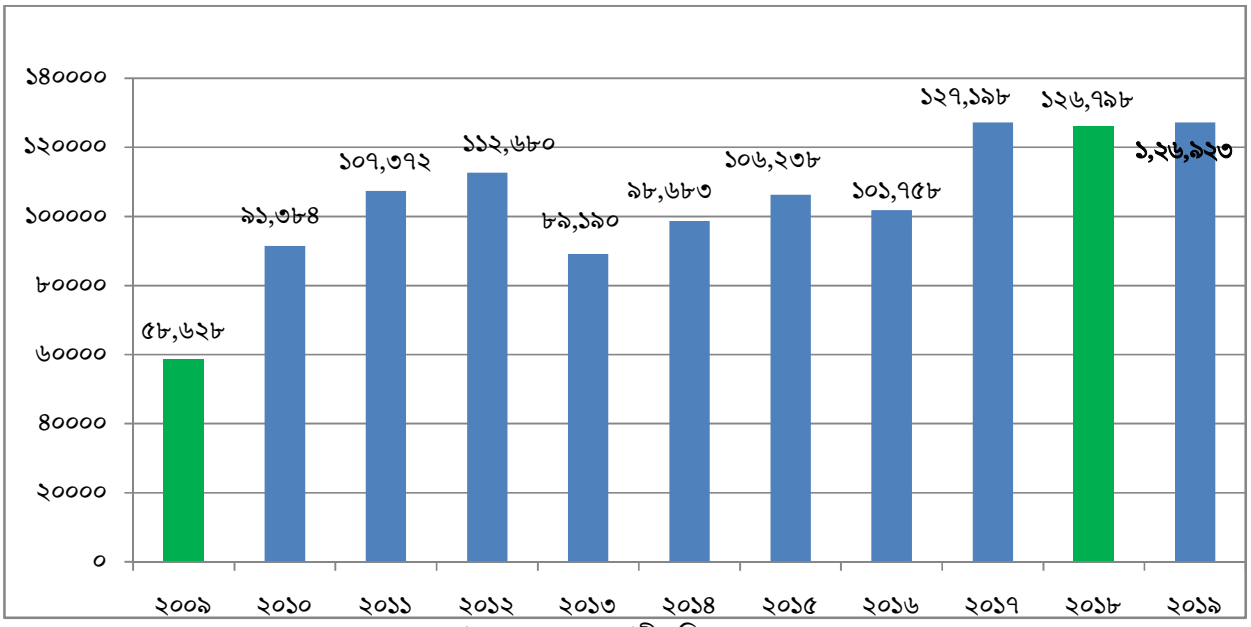

গত ১১ বছরে হজযাত্রী বৃদ্ধি

হজ ব্যবস্থাপনা একটি দ্বি-পাক্ষিক ব্যাপক বিষয়। বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের সরকার ও প্রশাসন জড়িত। দেশের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, অর্থ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অনেক গুলো মন্ত্রণালয়,বিভাগ,দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থা জড়িত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ বছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজযাত্রী বেসরকারি হজ এজেন্সীসমূহের মাধ্যমে হজ পালন করে থাকেন। এবছর অধিকাংশ হজ এজেন্সী সুনামের সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছে। হজ এজেন্সীসমূহের কর্মকান্ড সমন্বয় করার ক্ষেত্রে এজেন্সীসমূহের সংগঠন ‘হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’ (HAAB) প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, অর্থ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সকল সদস্য, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ বাহিনী, সরকারের বিশেষ বাহিনীসমূহ, সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর, পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তর, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স, সৌদি এরাবিয়ান এয়ারলাইন্সসহ সংশ্লিষ্ট সকলে সুষ্ঠু ও সুন্দর হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছে।

ভ্রাতৃপ্রতীম রাজকীয় সৌদি সরকারের মাননীয় হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. সালেহ বিন তাহের বেনতেন, ডেপুটি মিনিস্টার ড. হোসাইন বিন নাসের আল শরীফ, মোয়াসসাসা জুনুব এয়ায়ার সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. রাফাত ইসমাইল বদর, মহাপরিচালক ড. ওমর আকবর ও মদিনা আদিল্লা অফিসের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব হাতেম জাফরকে সৌদি সরকারের ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগের প্রধান মেজর জেনারেল সুলাইমান বিন আব্দুল আজিজ আলইয়াহসহ “Makkah Route Initiative” বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সৌদি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে এ বছর প্রথম অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশি হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সহজে দ্রুততম সময়ে ঢাকায় ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করেছেন এবং যারা জেদ্দায় ইমিগ্রেশন করেছেন তারাও অনেক সহজ ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পেরেছেন। সৌদি আরবের স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে যারা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বাংলাদেশী হাজীদের নিরলস ভাবে সেবা দিয়েছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের চার্জ দ্যা এফেয়ার্স His

Excellency হারকান ওয়ায়দিবিন সুয়াইয়া ও তাঁর সকল সহকর্মী অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দ্রুততার সাথে হজযাত্রীদের ভিসা প্রদানসহ যাবতীয় সহায়তা প্রদান করেছেন।

গত ১০ আগস্ট এ বছরের পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালে হজে গমণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে সরকারি ব্যবস্থানায় ৬ হাজার ৯২৩ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১ লাখ ২০ হাজারসহ মোট ১ লাখ ২৬ হাজার ৯২৩ জন হজযাত্রী নিবন্ধন সম্পন্ন করেছিলেন। সকল হজযাত্রী কোন প্রকার বিড়ম্বনা ছাড়াই ভিসা পেয়েছেন। ভিসাপ্রাপ্ত সকল হজযাত্রী হজে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ২০১৯ সালের হজযাত্রীদের পরিসংখ্যান

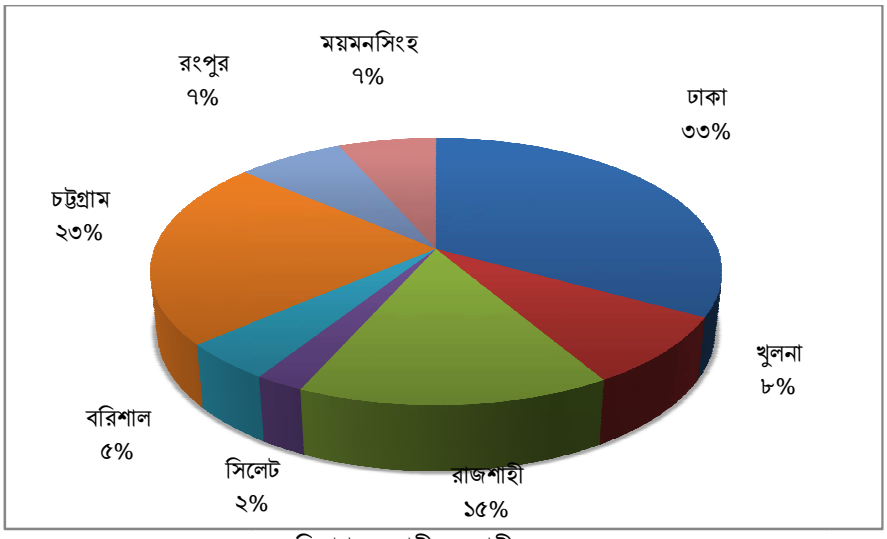

বিভাগ অনুযায়ী হজযাত্রী (২০১৯)

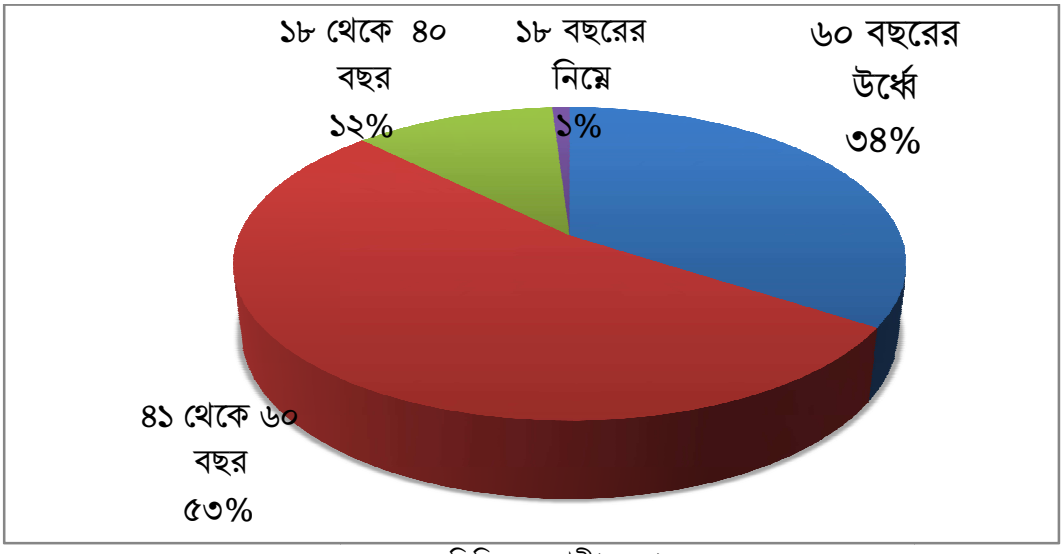

বয়স ভিত্তিক হজযাত্রী(২০১৯)

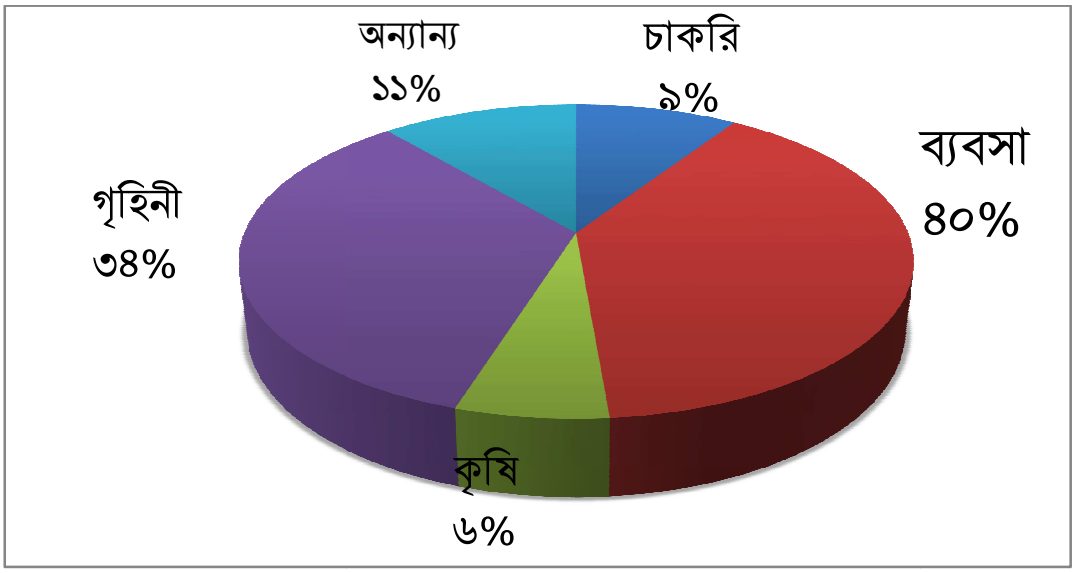

পেশা ভিত্তিক হজযাত্রী(২০১৯)

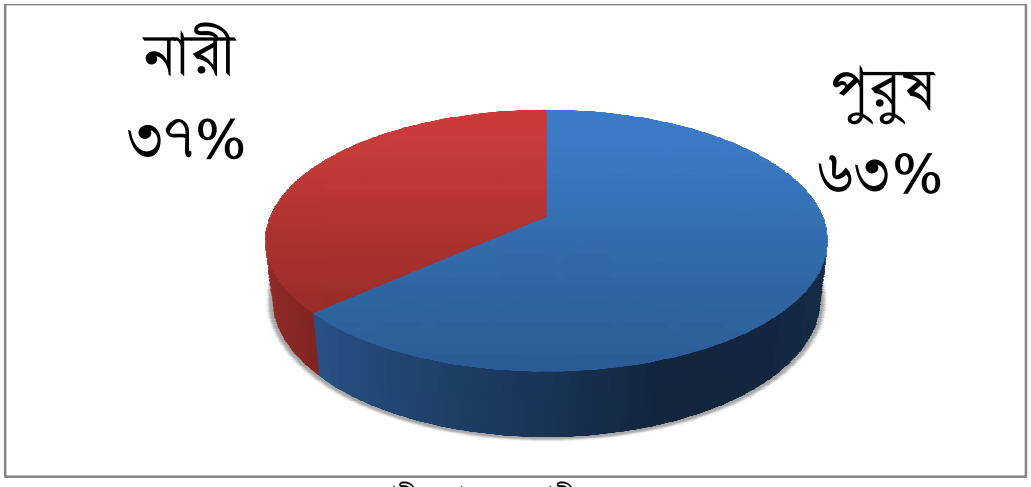

নারী ও পুরুষ হজযাত্রী (২০১৯)

হজ চুক্তি অনুসারে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এরাবিয়ান এয়ারলাইন্স যৌথভাবে বাংলাদেশের সকল হজযাত্রী পরিবহণ করেছে। এ বছর বাংলাদেশ বিমান এবং সাউদিয়ার কোন ফ্লাইট বাতিল হয়নি। গত ৪ জুলাই ২০১৯ তারিখে হজের ফ্লাইট শুরু হয় এবং ০৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত হজের ফ্লাইট পরিচালিত হয়। ফিরতি ফ্লাইট শুরু হয় ১৭ আগস্ট এবং ফিরতি ফ্লাইট শেষ হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে। এবছর ৫৯৮ টি হজ এজেন্সি হজ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশী হাজী সাহেবদের মধ্যে ১১৮ জন সৌদি আরবে ইন্তেকাল করেছেন যাদের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হাজী ৫ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হাজী ১১৩ জন। মৃত হাজী সাহেবদের মধ্যে পুরুষ-১০১ জন, মহিলা-১৭ জন। মক্কায় ১০৩ জন, মদিনায় ১৩ জন এবং জেদ্দায় ২ জন হাজী সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। গত ৮-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়ে সৌদি আরবের ইসলামিক এ্যাফেয়ার্স, দাওয়া ও গাইডেন্স বিষয়ক মন্ত্রীর আমন্ত্রণে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সৌদি আরব সফর করেন। এ সময় ৯ সেপ্টেম্বর এবং ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে কাউন্সেলর (হজ) ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে মক্কা ও মদীনার হাসপাতালসমূহ পরিদর্শন করেন এবং গুরুতর অসুস্থ্য অবস্থায় চিকিৎসাধীন হাজী সাহেবদের খোঁজ খবর নেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে উন্নতসেবা প্রদানের অনুরোধ জানান। অসুস্থ্য হাজীরা সুস্থ্য হলে দ্রুত দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য কাউন্সেলর (হজ)কে নির্দেশ প্রদান করেন। সর্বশেষ তথ্য মতে গুরুতর অসুস্থ্য সকল হজযাত্রী দেশে ফিরেছেন।

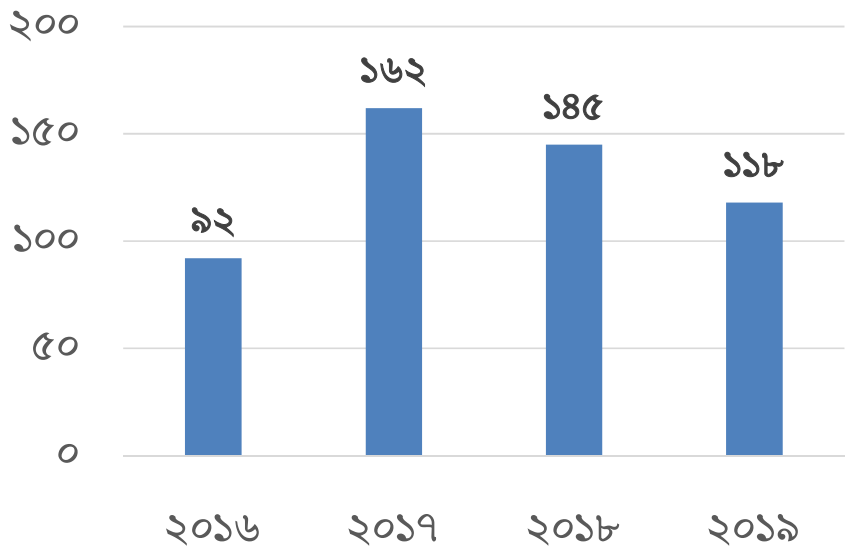

গত চার বছরের মৃত হজযাত্রীদের বিবরণ

২০১৯ সালে সুষ্ঠু ও সুন্দর হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়:

১. এ বছর প্রথমেই হজের খরচ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়।ফলে হজ যাত্রীদের শুধু বিমান ভাড়া বাবদ এ বছর ১০ হাজার ১ শত ৯০ টাকা পর্যন্ত কমানো সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য বছরের স্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির সাথে তুলনা করলে এ বছর প্রকৃত হিসেবে হজের ব্যয় বাড়েনি, বরং কমেছে। মূলত রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি, অতিরিক্ত কর আরোপ এবং পরিবহন ব্যয় গত বছরের তুলনায় দ্বিগুনের বেশি বৃদ্ধি করায় হজের খরচ সর্বমোট ২৫,০০৬.২৫ (পচিঁশ হাজার ছয় টাকা পচিঁশ পয়সা) টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. রাজকীয় সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিবসহ ২২ ফ্রেব্রুয়ারি হতে ০২ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব সফরের সময় সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার জন্য সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বরাবর ৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

- বাংলাদেশের বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রাপ্য অতিরিক্ত ২০ হাজার হজযাত্রীর কোটাবৃদ্ধি;
- সৌদি আরবের বিমান বন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সৌদি আরবের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা;
- চলতি বছর হজের সময় মিনায় অবস্থান কালে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের দ্বিতল খাট ব্যবহারে বাধ্য না করা,
- বাংলাদেশী হজযাত্রীদের উন্নত খাবার পরিবেশন;
- বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি এজেন্সীর সর্বনিম্ন হজযাত্রীর সংখ্যা ১৫০ থেকে ১০০ তে কমিয়ে আনা; এবং
- পবিত্র হজের দিনগুলোতে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের জন্য মক্কা, মিনা, আরাফা, মুযদালেফায় যাতায়াতের সুবিধার্থে পুরোনো বাসের পরিবর্তে উন্নতমানের নতুন ও পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়।

এর প্রেক্ষিতে সৌদি কর্তৃপক্ষ হজযাত্রীর কোটা বৃদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সবগুলো দাবি মেনে নেন। কোটা বৃদ্ধির বিষয়টি আন্তরিকতাসহকারে রয়েল কেবিনেটে উ পস্থাপন করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করা হয়।

৩. এ বছর হজ ব্যবস্থাপনায় অন্যতম সফলতা হল সৌদি কর্তৃপক্ষের “Makkah Route Initiative” ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তা সফলভাবে বাস্তবায়ন। সৌদি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আইটি সহযোগিতা ও নিয়মিত সম্বনয় সাধন করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাগব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফলতার সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

৪. হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহনের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে Makkah Route Initiative কার্যক্রমের আওতায় এ বছর United Agents Office এর মাধ্যমে হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহন করা হয়েছে। ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কাস্থ হোটেলের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হজযাত্রী পৌঁছার পূর্বেই লাগেজ হজযাত্রীর ঠিকানায় পৌছে যাওয়ায় হাজীসাহেবগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে টেলিফোনে ধন্যবাদ জানান। তবে লাগেজের উপর নাম, ঠিকানা ও নির্ধারিত স্টিকার না থাকায় অল্প কিছু সংখ্যক লাগেজ খুঁজে পাওয়া যায়নি। দায়িত্ব প্রাপ্ত কোম্পানী প্রতিটি হারানো লাগেজের বিপরীতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। পৃথিবীর অন্য যে দেশসমূহ Makka Route Initiative ফ্রেমওর্য়াকের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, বাংলাদেশের কার্যক্রম ছিল সব চেয়ে সফল ও সন্তোষজনক।

৫. “ডিজিটাল হজ ব্যবস্থাপনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা”- এ শ্লোগান কে সামনে রেখে পুরো হজ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের হজযাত্রীগণ পবিত্র হজব্রত পালনের নিমিত্ত অনলাইনে প্রাক- নিবন্ধন এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করছেন। হজের প্রতিটি পর্যায়ে সকল করণীয় বিষয় প্রত্যেক হাজী সাহেবকে স্বতন্ত্র ভাবে ক্ষুদে বার্তা, ফোন কল ইত্যাদির মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে এবং যা হজ ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশনকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।এ বছরই প্রথম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সার্ভারের সঙ্গে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডাটাবেজের আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে হজযাত্রী নিবন্ধন করা হয়েছে। এর ফলে পাসপোর্টের তথ্যের সঠিক তা নিবন্ধন করার পূর্বেই যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। এতে ভিসা প্রক্রিয়া অনেক সহজ ও নির্ভূল হয়েছে।

৬. এবছরই প্রথম ইলেক্ট্রোনিক হেলথপ্রোফাইল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক টিকা প্রত্যয়ন পত্র সিস্টেমে সংযোজন করার ফলে সকল হজ যাত্রীর মেডিকেল প্রোফাইল হজযাত্রার পূর্বেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। শতভাগ হজযাত্রীর ভ্যাকসিন হেলথ প্রোফাইল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে শতভাগ হজযাত্রীর ভ্যাকসিন প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭. লক্ষাধিক হজযাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে সম্মানিত হজযাত্রীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। হজযাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবাদুত দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় মক্কা ও মদীনা শরীফে সরেজমিন চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় চিকিৎসা সেবা বিষয়ে হাজী সাহেবদের সাথে কথা বলেন। তারা চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে উচ্ছসিত সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৮. প্রথম ফ্লাইট শুরুর বেশ আগেই তারিখ নির্ধারণ করে সরাসরি হজ এজেন্সির নিকট টিকেট বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং টিকেট বিক্রি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সিস্টেমে পে-অর্ডার ব্যবস্থাপনা সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে অনেক অনাকাঙ্খিত অব্যবস্থাপনা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

৯. বাড়ি ভাড়ার পূর্বে আগাম তথ্য সংগ্রহের ফলে মনিটরিং সহজ হয়েছে। এ বছর হজের পূর্বেই মক্কা ও মদীনার বেসরকারি হজ এজেন্সী কর্তৃক ভাড়াকৃত শতভাগ হোটেল/বাড়ী পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে হজযাত্রীদের আবাসান নিয়ে কোন প্রকার সমস্যা দেখা যায় নি।

১০. হজ যাত্রীদের জন্য প্রতি জেলায় ToT প্রশিক্ষণ জোরদার করা হয়েছে। ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং সারা দেশে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকদের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে সকল হজ যাত্রীর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সহজে হজ পালন সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

১১. প্রতিটি বিষয়ে হজযাত্রীদের মোবাইলে SMS প্রেরণ এবং সকলের অবগতির জন্য পর্যাপ্ত প্রচারণা/বিজ্ঞাপন প্রদান করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপ্স ভিত্তিক রিপোর্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক হজের কার্যক্রম মনিটরিং করা সহজ হয়েছে।

১২. হজযাত্রীদের হজে গমনে যেকোন প্রকার অনিশ্চয়তা পরিহার করার লক্ষ্যে হজ ব্যবস্থাপনা ইনফরমেশন সিস্টেম হতে রিপোর্ট ব্যবহার করে বেসরকারি হজ এজেন্সী সমূহের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত মনিটরিংকরা হয়েছে। এর ফলে হজ অফিস ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়েছে। হজযাত্রীগণের যাত্রা ও ফ্লাইট নিশ্চিত করতে বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। যে সকল এজেন্সি টিকেট ক্রয়ে বিলম্ব করেছে তাদের তালিকা ভিত্তিক নিবিড় মনিটরিং করায় সকল হজযাত্রীর হজ যাত্রা সুনিশ্চিত হয়েছে।

১৩. হজযাত্রীদের সুবিধার্থে হাজী ক্যাম্পের ইমিগ্রেশন পয়েন্ট, মসজিদ ও সম্মানিত মহিলা হজযাত্রীদের ডরমিটিরতে এসি স্থাপন করা হয়েছে। হাজী ক্যাম্পের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণসহ অবশিষ্ট কাজ চলতি বছর সম্পন্ন করা হবে।

১৪. এ বছর বাংলাদেশের সম্মানিত হজযাত্রীদের সঠিক নিয়মে হজ পালন ও ধর্মীয় বিধি বিধান বিষয়ে পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সারা দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখদের সমন্বয়ে ৫৮ সদস্য বিশিষ্ট হজ ওলামা-মাশায়েখ টীম-২০১৯ গঠন করে পবিত্র হজে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি সধীমহলসহ সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃক দেশ বিদেশে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ ব্যবস্থাপনাকে সাধুবাদ জানিয়ে আলেম-ওলামাদের সম্মানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি হজেগমণের প্রাক্কালে বঙ্গভবনে দোয়া-মাহফিল ও নৈশ ভোজের আয়োজন করেছেন। মদিনায় মসজিদ নববী কর্তৃপক্ষ ওলামা মাশায়েখদের সম্মানে বিশেষ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মসজিদে নববীর রিয়াদুল জান্নাতে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওলামা মাশায়েখ টীমের সম্মানিত সদস্যগণ হজের পূর্বে পবিত্র মক্কা শরীফে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বাংলাদেশী হাজীদের আবাসনস্থলে গিয়ে হজের মাসআলা-মাসায়েল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়া ওলামা মাশায়েখগণ মিনা ও আরাফার বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে হাজী সাহেবদের হজে করণীয় বিষয়ের উপর বয়ান করেছেন। এতে হজযাত্রীগণ হজ পালনে দারুনভাবে উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে হজ পালনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান আরাফাতের ময়দানে সকল ওলামায় কেরাম মন্ত্রিপরিষদের সম্মানিত সদস্যবর্গ, মাননীয় সংসদ সদস্যবর্গ ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং উপস্থিত সর্বস্তরের হাজীসাহেবদের নিয়ে একত্রিতভাবে পরম করুনাময় মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মোনাজাত করেন। এ সময় জাতির পিতাবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারে সকল শহীদ সদস্য, কারাগারে শহীদ জাতীয় চারনেতা, মহানমুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোন, ২১ই আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত আইভি রহমানসহ সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন। একই সময়ে সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখহাসিনা ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহেনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করা হয়। পাশাপাশি, বাংলাদেশের সামগ্রিক কল্যাণ, ডেঙ্গুর কবল থেকে জাতিকে পরিত্রাণ, আকস্মিক বন্যাপিড়ীতদের সাহায্য এবং ষড়যন্তমূলকভাবে গুজব রটনাকারীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য মহান আল্লাহপাকের দরবারে রহমত কামনা করা হয়।

হজ ব্যবস্থাপনার অভুতপূর্ব উন্নয়নে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর হজে এজেন্সির বা ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কম পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বছর মাত্র ৮৬ টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগগুলো তদন্ত কমিটি গঠন করে শুনানীঅন্তে অভিযুক্ত এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে হজ ২০২০ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬.২ অনুদান বিষয়ক কার্যাবলি :

৬.২.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বানস, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গির্জা) সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন এবং দু:স্থ মুসলিম ও দু:স্থ হিন্দু পুনর্বাসনের জন্য নিম্নরূপ অর্থ বরাদ্দ/বিতরণ করা হয় :

ক্রম	অনুদান	অনুকূলে	বরাদ্দকৃত টাকা
০১.	মসজিদ সংস্কার ও মেরামত	মসজিদ (৫০৩৮টি)	১৩,৬৫,৩০,০০০/- (তের কোটি পয়শট্টি লাক্ষ তিশ হাজার)
০২.	ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য মঞ্জুরি	ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৫৮১টি)	২,৬২,৩৫,০০০/- (দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার)
০৩.	ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	ঈদগাহ ও কবরস্থান (৭০৩টি)	১,৯৩,৪০,০০০/- (এক কোটি তেরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার)
০৪.	হিন্দু ধর্মীয় মন্দির সংস্কার ও মেরামত	হিন্দু ধর্মীয় মন্দির (৭৮১টি)	২,০২,৫০,০০০/- (দুই কোটি দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)
০৫.	হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	হিন্দু ধর্মীয় শ্মশান (৩৪টি)	৩৪,৮০,০০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ আশি হাজার)
০৬.	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৫২টি)	৩৩,৩০,০০০/- (তেত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার)
০৭.	বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান সংস্কার, মেরামত ও পুনর্বাসন	বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান (২৩টি)	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ)
০৮.	খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গীর্জা)	খ্রিস্টান ধর্মীয়	১৫,৫০,০০০/- (পনের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)

	সংস্কার/মেরামত ও পুনর্বাসন	প্রতিষ্ঠান (২০টি)	
০৯	খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি	(০২ টি)	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ)
১০.	দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন	দুঃস্থ মুসলিম (১৭,০০ জন)	৩,৩১,৫০,০০০/- (তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)
১১.	দুঃস্থ হিন্দু পুনর্বাসন	দুঃস্থ হিন্দু (২৫৫ জন)	৭২,০০,০০০/- (বাহাত্তর লক্ষ)

৬.৩ প্রশাসনিক কার্যাবলি :

৬.৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং চুক্তি অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.২ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর;

৬.৩.৩ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ;

৬.৩.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৭-১৮ প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং ১ম রাউন্ড (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭), ২য় রাউন্ড (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭), ৩য় রাউন্ড (জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮) ও ৪র্থ রাউন্ড (এপ্রিল-জুন, ২০১৮) এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী প্রতি মাসের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৬ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩.৭ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে ১২টি ক্যাডার পদ (অতিরিক্ত সচিব-১টি, যুগ্মসচিব-২টি, উপসচিব-৫টি ও সিনিয়র সহকারী সচিব-৪টি) স্থায়ীভাবে সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৮টি নন-ক্যাডার সহায়ক পদ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৪টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৮টি, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-৪টি ও অফিস সহায়ক-১২টি) অস্থায়ীভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ (চলমান);

৬.৩.৮ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতে তৃতীয় শ্রেণির সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর-৩টি ও অফিস সহায়কের ৩টি মোট ৬টি পদে জনবল নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ। কম্পিউটার অপারেটর-৪টি এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-২টি মোট ৬টি পদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন এবং পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব-এর উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক পদে প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৬.৩.৯ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ইতোমধ্যে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

৬.৩.১০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ই-নথি সিস্টেম কার্যক্রম, Electronic Mail (e-mail) and Internet Usage, Basic Computer and Office Application, Understanding Grievance Redress System (GRS) , নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, Understanding of National Integrity Strategy (NIS) and Ethical Practices, Understanding Right to Information (RTI), -প্রশাসনিক বিধি ,প্রশাসনিক কর্মকান্ড" বিধান ও নিয়ম শৃঙ্খলা এবং Training on Public Procurement Act and Public Procurement Rules শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে;

৭। ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

ই-হজ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় ও আধুনিকায়ন, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে মানসম্মত সেবা প্রদান, প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণ, দারুল আরকাম মাদ্রাসা চালুকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণ, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধকরণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং যাকাত বোর্ডকে শক্তিশালী করনের লক্ষ্যে বিদ্যমান যাকাত অধ্যাদেশ ১৯৮২ সংশোধন।

একনজরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

- ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উন্নয়নে প্রাক্-প্রাথমিক, ধর্মীয় ও নৈতিকতা বিষয়ে ১১ লক্ষ ৬০ হাজার শিশুকে শিক্ষা প্রদান এবং ৫৮০০ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়াও ৩১,৪৫০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষর জ্ঞান প্রদানসহ সারাদেশে ১,০১০টি দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসার মাধ্যমে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার শিশুকে শিক্ষা প্রদান;
- সামাজিক সচেতনতা ও ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে ১৬২ টাইটেলের ৬ লক্ষ গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ;
- ই-হজ ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়ন এবং হজযাত্রী ও হজ গাইডের ৫০ শতাংশ এবং অন্যান্য অংশীজনদের ৭০ শতাংশ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে বরাদ্দকৃত অর্থের গড়ে ৯৪ শতাংশ অনুদান প্রদান। ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে দেশের ১২ লক্ষ ৫০ হাজার দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক বিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ১২টি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং ৫২০টি সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ২০০টির ১ম তলা পর্যন্ত নির্মাণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ওয়াক্ফ চাঁদা আদায়; এবং
- যাকাত বোর্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আদায় এবং যাকাতের অর্থ দরিদ্র ব্যক্তিদের আত্ম-কর্মসংস্থানে বিতরণ।
    - বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
    - জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
    - সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকরণ;
    - ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন এবং দুঃস্থ পুনর্বাসনে প্রায় ১৮ কোটি টাকা অনুদান প্রদান;
    - ৫৬০ টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কাজের পরিবিক্ষন;
    - ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি;
    - যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের মাধ্যমে যাকাত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
    - জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সে লক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আয়োজন, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রশিক্ষণ আয়োজন ;
    - ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেমের প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন;
    - সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনলাইন সেবা এবং সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সেবাসমূহের তালিকা প্রণয়ন;
    - কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিষয়ভিত্তিক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন;
    - ওয়েবসাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন-২০১৮, যাকাত আইন-২০১৮ এবং বৌদ্ধ পারিবারিক আইন-২০১৮সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

৮। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের বিবরণ

উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ-

ক্রম	প্রকাশিত তথ্যের শিরোনাম	বিস্তারিত
১।	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত	মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, ভিশন ও মিশন, অর্গ্রানোগ্রাম ও জনবল, সিটিজেন চার্টার, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সাবেক মন্ত্রী ও সচিবগণের তালিকা এবং কর্মরত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, কার্যাবলি, শাখাসমূহ ও শাখার কার্যাবলি প্রকাশ করা হয়েছে।
২।	হজ ব্যবস্থাপনা	হজ নির্দেশিকা, হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ্ নীতি, হজ পোর্টাল ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৩।	অনুদান	মন্ত্রণালয়ের অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান সংক্রান্ত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ফরম প্রাপ্তির জন্য ট্রাস্টের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
৪।	বাজেট ও অডিট	চলমান অর্থ বছরের বাজেট, বাজেট এমবিএফ, প্রকৃত ব্যয় বিবরণী, অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
৫।	প্রকল্প ও কর্মসূচি	চলমান প্রকল্পসমূহ, প্রাক্কলিত ব্যয়, অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ, প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক সাফল্য প্রকাশ করা হয়েছে।
৬।	আইন ও অধ্যাদেশ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান আইন, ওয়াক্ফ ও অন্যান্য আইন প্রকাশ করা হয়েছে।
৭।	**কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা**	চলমান অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এপিএ টিম, এপিএ সংশ্লিষ্ট পরিপত্র/নীতিমালা প্রকাশ করা হয়েছে।
৮।	শুদ্ধাচার কার্যক্রম	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি, শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে।
৯।	আদেশ/বিজ্ঞপ্তি/প্রজ্ঞাপন	অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও দরপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
১০।	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	উদ্ভাবনী কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা, ইনোভেশন টিম, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা, বাৎসরিক উদ্ভাবনী প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১১।	প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	হজ প্যাকেজ, জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি, বার্ষিক প্রতিবেদন, ষান্মাসিক বুকলেট, বিভিন্ন নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১২।	অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি	সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/নির্দেশিকা, অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য, প্রসেস ম্যাপ এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য জিআরএস সিস্টেমের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, তথ্য প্রাপ্তির ফরম ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়েছে।
১৩।	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা	অভ্যন্তরীণ ই-সেবা অংশে প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম, হজ পোর্টাল, আল-কোরআনঃডিজিটাল, অভিযোগ ও পরামর্শ, ওয়েবমেইল ইত্যাদি লিংক স্থাপন করা হয়েছে।
১৪।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
১৫।	সামাজিক যোগাযোগ	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ফেইসবুক পেইজের সাথে লিংক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং নাগরিক সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

৯। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)

৯.১.ভিশন ও মিশন

ভিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ।

মিশন: ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৯.২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ:

৯.২.১) নাগরিক সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	হজ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) ৪ কপি ছবি (৭) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৮) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (৯) আসবাবপত্রের তালিকা (১০) যোগাযোগের মাধ্যম	বিনামূল্যে	৩ মাস	এস .এম .মনিরুজ্জামান সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
২.	হজ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি	বিনামূল্যে	১০ দিন	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
৩.	ওমরাহ্ লাইসেন্স প্রদান	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) সরজমিনে তদন্ত/ পরিদর্শনের পর	(১) ট্রেড লাইসেন্স (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ সিনিয়র সহকারী সচিব

		পজেটিভ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লাইসেন্স ইস্যু	(৩) ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (৪) TIN সনদ (৫) হালনাগাদ আয়কর সনদ (৬) IATA সনদ (৭) ৪ কপি ছবি (৮) অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র (৯) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকা (১০) আসবাবপত্রের তালিকা (১১) যোগাযোগের মাধ্যম			ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৪৩২২ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec1@mora.gov.bd
৪.	ওমরাহ্ লাইসেন্স নবায়ন	(১) প্রতিষ্ঠানের প্যাডে আবেদন (২) কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে লাইসেন্স নবায়ন	(১) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সী সনদ (২) আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (৩) হজ লাইসেন্সের মুলকপি (৪) নবায়ন ফি জমাদানের চালানের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩০ দিন	আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৪৩২২ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec1@mora.gov.bd
৫.	সরকারীভাবে গমনেচ্ছু হজযাত্রী নিবন্ধন	(১) নির্ধারিত নিবন্ধন ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই করে নিবন্ধন	(১) ছবি (২) পাসপোর্টের ফটোকপি (৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি (৪) টাকা জমা প্রদানের রশিদ	বিনামূল্যে	হজ নীতিমালা অনুযায়ী	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
৬.	মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সংস্কার/ পূর্নবাসন সংক্রন্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মো. মোস্তফা কাইয়ুম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৪৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com anudan_sec@mora.gov.bd
৭.	ঈদগাহ, কবরস্থান, শশ্মান, সেমিট্রি সংস্কার/মেরামত/পুনবাসন সংক্রান্ত অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	
৮.	দুঃস্থ পূর্নবাসনে অনুদান প্রদান	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যাচাই-বাছাই ও অনুদান প্রদান	(১) ছবি (২) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) (৩) স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রত্যয়ন সুপারিশ এবং সীল ও স্বাক্ষরসহ আবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	
৯.	বিদেশী মিশনারী/ এনজিও কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের এম ক্যাটাগরি ভিসা প্রদানের সম্মতি/ছাড়পত্র	প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	মোআহসান হাবীব . সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec2@mora.gov.bd
১০.	হজ প্যাকেজ ঘোষণা	ওয়েবসাইট, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	নির্ধারিত তারিখ	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd

৯.২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন মসজিদ ও অন্যান্য উপসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবংমাসিক ২০ হাজার গ্যালন পানির বিলে রেয়াত প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	(১) রেয়াত প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকা (২) বিলের কপি	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	খালেদা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ ইমেইল: moragovbd@gmail.com budget_sec@mora.gov.bd
২.	ইসলামিক ফিকাহ একাডেমী এবং সলিডারিটি ফান্ডে চাদা প্রদান।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ দিন – ৩ মাস	খালেদা বেগম সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৩ ইমেইল: moragovbd@gmail.com budget_sec@mora.gov.bd
৩.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	মো .আহসান হাবীব সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪৫৩০৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com org_sec@mora.gov.bd
৪.	ইসলামিক মিশনের পদ সৃষ্টি/ স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	
৫.	ইমান ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ/যাকাত ফান্ড-এর পদ সৃজন/সংরক্ষণ স্থায়ীকরণ।	ই-মেইলে ও ডাকযোগে	প্রস্তাব অনুমোদনের পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৩ মাস – ৬ মাস	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
৬.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি ফরম্যাটে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাইকরণ	ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৫ – ১০ দিন	শেখ শামছুর রহমান সিনিয়র সহকারী প্রধান ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৭ ইমেইল: moragovbd@gmail.com planning_sec1@mora.gov.bd
৭.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ	প্রকল্পের ডিপিপিসহ অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	ডিপিপি ও যথাযথভাবে পুরণকৃত ছক	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	
৮.	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	ডাকযোগে	প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৯.	অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি	ডাকযোগে	অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ও অনুমোদন আদেশের কপি	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১০.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ	ডাকযোগে	পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	ভূঁঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিকি সিনিয়র সহকারী প্রধান ফোন: +৮৮০২-৯৫৭৭২৩৮ ইমেইল: moragovbd@gmail.com planning_sec2@mora.gov.bd
১১.	অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন আদেশ জারি	ডাকযোগে	অর্থ বিভাগের নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১২.	অনুমোদিত প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৩.	ইমাম প্রশিক্ষণ একডেমীর অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিভাজন ও অর্থ ছাড়	ডাকযোগে	প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৪.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর	ডাকযোগে	প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	

	মাধ্যমে প্রাপ্ত বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে মতামত					
১৫.	হজযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	এসমনিরুজ্জামান .এম . সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৮৫২০০ ইমেইল: morahajsection@gmail.com hajj_sec2@mora.gov.bd
১৬.	ভিসার জন্য সকল হজযাত্রীদের ডিও পত্র প্রদান	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	২০ – ৩০ দিন	
১৭.	হজ ক্যাম্পে হজ মৌসুমে দোকান বরাদ্দ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১ মাস	
১৮.	হজযাত্রীদের তথ্য হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তির জন্য হজ এজেন্সীর মালিক ও প্রতিনিধিদের আইটি প্রশিক্ষণ	হজ অফিস ঢাকার আবেদনের প্রেক্ষিতে অনুমোদন প্রদান	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
১৯.	ধর্মীয় পর্যায়ে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত	দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব/ছুটির তালিকা	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
২০.	অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ	নির্ধারিত ফরম্যাটে	প্রযোজ্য প্রমানপত্র	বিনামূল্যে	১৫- ২০ দিন	বেগম হাসিনা শিরীন সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০১৬৪ ইমেইল: moragovbd@gmail.com audit_sec@mora.gov.bd

৯.২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম,পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

১.	মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি।	(১) আবেদন (২) DPC 'র সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) চুড়ান্ত নির্বাচনের ফলাফল (২) প্রযোজ্যক্ষেত্রে ছাড়পত্র (৩) ACR (৪) DPC 'র সুপারিশ	বিনামূল্যে	৪- ৬ মাস	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
২.	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ /মঞ্জুরকরণ।	(১) নির্ধারিত পেনশন ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	১৫ – ৩০ দিন	
৩.	মৃত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য প্রত্যয়নপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯ ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
৪.	অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি/ এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি না-দাবিনামা প্রদান।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি'র সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৫.	ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীগণের পেনশন কেস,বকেয়া পাওনা/নিষ্পত্তিকরণ।	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	(১) এস এস সি সনদ (২) ছুটির রিপোর্ট (৩) প্রযোজ্য না-দাবী পত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৬.	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধিতকরণ প্রসঙ্গে আবেদন বিবেচনাকরণ।	(১) আবেদন (২) বাসা বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	বর্তমান মুল বেতন ও স্কেল	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	মো. শিব্বির আহমদ উছমানী সিনিয়র সহকারী সচিব ফোন: +৮৮০২-৯৫৪০৫৮৯

৭.	সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরী	(১) আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	ইমেইল: moragovbd@gmail.com admin_sec1@mora.gov.bd
৮.	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/ নতুন সংযোগ/ অনুমোদন	(১) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন (২) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৭ – ১০ দিন	
৯.	কর্মচারিদের পাওনা/ লিভারেজ	(১) আবেদন (২) ক্রয় কমিটির সুপারিশ (৩) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	১৫ – ২০ দিন	

৯ (৪.২.আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাঅন্যান্য প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের ওয়েব পেজ

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (www.islamicfoundation.gov.bd)
- বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয় (www.waqf.gov.bd)
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.hindutrust.gov.bd)
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.brwt.gov.bd)
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (www.crwt.gov.bd)
- হজ অফিস, ঢাকা (www.hajj.gov.bd)

৯.৩) আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রম	প্রতিশ্রুতকরণীয় কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে/
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা

৯.৪) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রম	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার যুগ্মসচিব ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৩৯ ই-মেইলঃ **org_sec@mora.gov.bd** ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	তিন মাস
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	জনাব কাজী হাসান আহমেদ অতিরিক্ত সচিব ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫১২২৬০ ই-মেইলঃ moragovbd@gmail.com ওয়েবঃ www.mora.gov.bd	এক মাস
৩.	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫ নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ওয়েব: www.grs.gov.bd	তিন মাস

১০। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের বিবরণ

১০.১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

১০.১.১ ২০১৮-১৯ অর্থ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :

ক। "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প:

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাররি তত্ত্বাবধানে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৮৭২২ কোটি টাকার অনুমোদিত "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষে ৫৫৯ টি স্থানের জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪৯৬টি কেন্দ্রের টেন্ডার আহবান, ৪৩১টির NOA প্রদান এবং ১৩৬টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

খ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমঃ

- সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, চরমপন্থী ও প্রতিহিংসা নিরসনে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে জুমুআর খুৎবায় নিয়মিত সন্ত্রাস-বিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে,

- বায়তুল মোকাররম মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খুৎবার বয়ান সরাসরি নিউজ-২৪-এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের নিয়মিত সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণার জন্য ইমাম, খতীব, আলেম ওলামাদের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ও মসজিদে প্রাক-খুতবা আলোচনাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামী দাওয়াতি কার্যক্রমসহ ৫৬০ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে,

- সারাদেশে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি-এর অধীনে ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ইমামগণকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জন সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

গ। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

সার্বিক স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ৭৩ হাজার ৭৬৮ টি প্রাক প্রাথমিক, পবিত্র সহজ কুরআন শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪ লক্ষ ১৪ হাজার ২০০ জনকে অক্ষরজ্ঞান দানসহ নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর/২০১৯-এ সমাপ্ত হবে। এছাড়া ৫৫০ টি উপজেলায় ৫৫০ টি মডেল ও ১ হাজার ৫০০ টি সাধারণ রির্সোস সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বই উৎসব ২০১৯ খ্রি: মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক শিক্ষা, সহজ কুরাআন শিক্ষা ও দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বই বিতরণ করছেন জনাব আ:ক:ম: মোজাম্মেল হক, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ঘ. দারুল আরকাম মাদ্রাসা:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অভিপ্রায় অনুযায়ী মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের (যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব এলাকায় প্রতি উপজেলায় ২টি করে মোট ১০১০ টি 'দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসা' (১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠাপূর্বক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২ হাজার ২০ জন শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে আলেম-ওলেমাসহ বেকার যুবকদের কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে ২য় পর্যায়ে ৩ হাজার ৩০ জন আলীয়া, কওমী নেসাব, সাধারণ শিক্ষক পদে উক্ত প্রকল্পে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৫০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পের দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুল আলম হানিফ, এমপি, । উক্ত প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় ডিসেম্বর/২০২০-এ সমাপ্ত হবে বিধায় বর্ধিত আকারে ডিপিপি প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত বর্ধিত প্রকল্পে প্রতিটি ইউনিয়নে দারুল আরকাম মাদ্রাসা স্থাপন ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঙ। ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৩ হাজার ৭০০ জন ইমামকে ৪৫দিন ব্যাপী নিয়মিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২ হাজার ১০০ জন ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩৪০ জন ইমাম, মাদ্রাসার ছাত্র ও বেকার যুবকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ৫১১ জন ইমাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩ হাজার ৭০০ জন ইমামকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ১৪১ জন কর্মকর্তা ও ২০০ জন কর্মচারিকে অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চ। ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ট্রাস্টের সদস্যভুক্ত স্বল্প আয়ের ১ হাজার ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ১২ হাজার টাকা হারে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ এবং ৩ হাজার ৫০০ জন গরীব দুস্থ ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ৫ হাজার টাকা হারে মোট ১কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

ছ। যাকাত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম :

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর ৮টি বিভাগীয় ও ৬৪ টি জেলা কার্যালয় যাকাত বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৭ হাজার ৯৭০ জন দুঃস্থ ও অসহায়কে যাকাতের অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা এবং যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল টঙ্গী, গাজীপুর-এর মাধ্যমে ৩০ হাজার ২০০ জন গরীব রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৫ হাজার ৫০০ জনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জ। ইসলামিক মিশন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম :

৪৯ টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ঝালকাঠি ইসলামিক মিশন হাসপাতাল, টংগী শিশু হাসপাতাল, বায়তুল মোকাররম ডায়াগনোস্টিক সেন্টার ও আগারগাঁও সাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ১২৬ জন রোগীকে এ্যালোপ্যাথিক এবং ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৯৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধসহ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। ৪৬৩টি মক্তব মাধ্যমে ২৪ হাজার ৬৮৫ জন এবং ২৬ টি ইবতেদায়ী মাদ্রাসার মাধ্যমে ২ হাজার ৯৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা ডিসেম্বর' ২০১৯-এ সমাপ্ত হবে। এছাড়া ১৪ হাজার ৯১ জনকে নামাজ শিক্ষা এবং ১৩ হাজার ১২০ জনকে কোরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিল ২ হাজার ২২৩ টি অনুষ্ঠান ও এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী ৭৬টি এবং বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ক ৩৩ টি অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ঝ। মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প ২য় পর্যায়ে কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম :

ইসলামিক ফাউন্ডেশন আওতাধীন 'মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের ২য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ৬০০ টি মসজিদে নতুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ১২৮০ টি নতুন মসজিদ পাঠাগারের পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ১ হাজার ২৮০ টি আলমারী প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ৮০০টি পুরাতন মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে। ৫৫৫ টি জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগারে কেয়ারটেকারদের জন্য ৫৫৫ টি বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।

ঞ। সমন্বয় বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

সমন্বয় বিভাগ ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি বিভাগীয় ও ৫৭ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ৭০৪ টি অনুষ্ঠান, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপন উপলক্ষে ১২৮টি অনুষ্ঠান, ইসলামী সাংস্কৃতিক ৭২টি অনুষ্ঠান, পবিত্র মাহে রমযানের তাফসির মাহফিল অনুষ্ঠান ৭৭২ টি, সরকারী যাকাত ফান্ডে যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রমজান মাসে ইফতার মাহফিল ৫৭২টি অনুষ্ঠান, এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় জি.পি এ গোল্ডন-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ ৬৪ টি অনুষ্ঠান, মহিলা বিষয়ক অনুষ্ঠান ১৩৬টি , জাতীয় শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে) অনুষ্ঠান ৫৮০টি, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে হিফস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ৫৮০ টি, ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতা ৭২টি, ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও জাতির জনকের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান ৫০৮ টি, মাজার-খানকার তত্ত্বাবধায়কগণের সম্মেলন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন ৫০৮টি, ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান ৬৩টি, দাওয়াতী মাহফিল ৫৬০টি, নারী ও শিশুদের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠান ৫৬০টি, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল বিষয়ে অনুষ্ঠান ৫৬০টি, এছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তাৎক্ষনিকভাবে আলেম ওলামাদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা এবং এ বিষয়ে ৬৪টি জেলাসহ প্রতিটি উপজেলা সভা, সেমিনার/আলোচনার সভা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পবিত্র মাহে রমজান ১৪৪০ হিজরি উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালি ও সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ।**

ট। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বিভিন্ন দেশি-বিদেশী বই সংগ্রহ ও পাঠক সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ৬ হাজার ১৯৩ টি কপি দেশী-বিদেশী পুস্তক, ১৪২ কপি পুস্তিকা, ৯ হাজার ৬২০ টি, দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল সংগ্রহ করা হয়েছে । এছাড়া ২ লক্ষ ০৪ হাজার ২৯৬ জনকে পাঠক সেবা প্রদান, ৩১১ জন গবেষককে গবেষণার বিষয়ে সেবা প্রদানসহ ৯২৩ জনকে ফটোকপি সরবরাহের সেবা প্রদানসহ ১১০ টি আই এস বি এন নম্বর প্রদান করা হয়েছে ।

ঠ। দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে হাজী সংগ্রহ, জাতীয় চাঁদ দেখা ও ফিতরার হার নির্ধারণসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন :

দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে সরকারীভাবে হাজী সংগ্রহ, জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ফিতরা হার নির্ধারণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় গুরত্বপূর্ণ দিবস পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.২ বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়

১০.২.১ ভূমিকা :

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক, সামাজিক কল্যাণকর ও সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট অনুসারে এ সংস্থার সৃষ্টি হয়। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ - ১৯৬২ অনুযায়ী ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। ফলশ্রুতিতে ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ সংশোধনী আইন ২০১৩ এবং ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে। Services Delivery দ্রুত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের ইনোভেটিব কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

১০.২.২ দায়িত্ব ও কার্যাবলি :

- ওয়াক্ফ সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ ও তালিকাভুক্তকরণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রকৃতি, পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন;

- ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয়-ব্যয় হিসাব নিরীক্ষাকরণ;
- ওয়াক্ফ দলিলের শর্তাবলী প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;
- ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুযায়ী এস্টেটসমূহের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ ও কমিটি অনুমোদন;
- ওয়াক্ফ দলিলের শর্তানুযায়ী বৃত্তিভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ওয়াক্ফের উদ্দেশ্যে ও কল্যাণকর কার্যাদিতে সম্পত্তি ও এর আয়ের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- ওয়াকিফের নির্দেশনা মতে জনহিতকর কর্মকান্ড সম্প্রসারণসহ আধুনিকায়ন নিশ্চিতকরণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে নির্দেশনা প্রদান;
- ওয়াক্ফ দলিলে মোতাওয়াল্লীর পারিশ্রমিকের উল্লেখ না থাকলে পারিশ্রমিক নির্ধারণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তির উন্নয়নে বাস্তবতা ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- মোতাওয়াল্লীর বেআইনী কার্যকলাপের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উচ্ছেদ করা;
- কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান;
- ওয়াক্ফ সম্পর্কিত বিচারাধীন মামলা মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরিচালনা ও তদারকি করা, এবং
- ওয়াক্ফের স্বার্থ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষনাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন।

১০.২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো:

১৯৮৩ সালে এনাম কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ সংস্থার অনুমোদিত জনবল ছিল ৭০টি । পরবর্তীতে ৪১টি পদের অনুমোদনসহ সর্বমোট ১১১ পদ বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

ক্রমিক	পদের নাম	এনাম কমিটি অনুমোদিত পদ	সরকার অনুমোদিত পদ	মোট	প্রস্তাবিত নতুন পদ
১.	কর্মকর্তা	২	৮	১০	৭
২.	কর্মচারী	৬৮	৩৩	১০১	৫০
	সর্বমোট	**৭০**	**৪১**	**১১১**	**৫৭**

- **মোট কর্মরত জনবল : ৯৮ জন**
- **কার্যসহকারি হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মরত জনবল = ৩ জন**

১০.২.৪ বাজেট :

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯১৫.৬৪ লক্ষ টাকা।

এক নজরে বাজেট

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-২০১৯	ছয় মাসের প্রকৃত আয়/ ব্যয় ২০১৮-২০১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-২০১৯	প্রকৃত আয়/ ব্যয় ২০১৭-২০১৮
ক	**ক. রাজস্ব**					

১	চাঁদা আদায়	১৫২৯.২৫	৭৩৯.২০	২৮০.৫০	১৪৩৫.৯৭	৬৭২.২৩
২	সরকারি থোক বরাদ্দ	৫৫.০০	৬০.০০	২২.৫০	৬০.০০	১৯.০০
৩	অন্যান্য প্রাপ্তি					৩৬৩.০৭
মোট রাজস্ব		**১৫৮৪.২৫**	**৭৯৯.২০**	**৩০৩.০০**	**১৪৯৫.৯৭**	**১০৫৪.৩০**

খ	**খ. ব্যয়/খরচ**

১	প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়	৮০৭.২১	৭৬৭.৬৫	২৯৬.৯২	৯১৫.৬৪	৮৪৬.৫৮
	মোট খরচ	৮০৭.২১	৭৬৭.৬৫	২৯৬.৯২	৯১৫.৬৪	৮৪৬.৫৮
	উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	**৭৭৭.০৪**	**৩১.৫৫**	**৬.০৮**	**৫৮০.৩৩**	**২০৭.৭২**

গ	**গ. DbRqb ev•RU**

১	নিজস্ব অর্থায়ন	১৪১২.৫৫	২১৬.৮৫	১১৫.০০	৩০০.০০	-
	মোট উন্নয়ন বাজেট	১৪১২.৫৫	২১৬.৮৫	১১৫.০০	৩০০.০০	-

১	রাজস্ব বাজেট	১৫৮৪.২৫	৭৯৯.২০	৩০৩.০০	১৪৯৫.৯৭	১০৫৪.৩০
২	উন্নয়ন বাজেট	১৪১২.৫৫	২১৬.৮৫	১১৫.০০	৩০০.০০	-
	মোট বাজেট	**২৯৯৬.৮**	**১০১৬.০৫**	**৪১৮.০০**	**১৭৯৫.৯৭**	**১০৫৪.৩০**

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ওয়াক্ফ প্রশাসনে সরকারি অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অগ্রগতির বিবরণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ	অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯	৬০.০০	৬০.০০	১০০%

১০.২.৫ সার্বিক কর্মকান্ড ও উল্লেখযোগ্য অর্জন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যাবলী

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	অর্জন/অগ্রগতি
০১	ওয়াক্ফ সম্পত্তি চিহ্নিত ও তালিকাভুক্তকরণ	১২৯ টি
০২	ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ	২৩৪ টি
০৩	ওয়াক্ফ এস্টেটের কমিটি গঠন	১৬৭ টি
০৪	ওয়াক্ফ সম্পত্তি অডিটকরণ	১২৭২ টি
০৫	অবৈধ দখলদার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে উচ্ছেদ	২৬ টি
০৬	ওয়াক্ফ সম্পত্তির রেকর্ড সংশোধন	৫৫ টি

০৭	ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন-২০১৩ এর আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম	০১ টি
০৮	ওয়াক্ফ এস্টেটের চাঁদা আদায়	৭৩৯.০২ লক্ষ টাকা
০৯	ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনা সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি	১৩৯ টি
১০	ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিজস্ব অর্থায়নে ২০ তলা ভিত বিশিষ্ট ২টি বেইজমেন্ট ফ্লোরসহ ৫ তলা ওয়াক্ফ ভবনের উর্ধ্বমুখী ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলা নির্মাণ	৭ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে অগ্রগতি ৫০%
১১	তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুত	১৬৩৫৩ টি

সংস্থা (বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেট) কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবামূলক পদক্ষেপ :

- এতিম শিক্ষার্থী ও অসহায়দের সহযোগিতা প্রদান;
- দুস্থ এবং অসহায়দের চিকিৎসা সেবায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- অসহায় এবং দুস্থদের পূর্নবাসনের সহযোগিতা প্রদান;
- অসহায় এবং দরিদ্রদের বিবাহে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;
- নও মুসলিমদের সহযোগিতা প্রদান;
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বিভিন্ন প্রসঙ্গীক বিষয়ে জনসচেতনতামুলক লিফলেট বিতরন;
- প্রতি ইদে অসহায় ও দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র, সেমাই, চিনি ও গোশ্ত বিতরন;
- মানুষের সামনে জঙ্গিবাদ, মানুষ হত্যা, মাদক, দূর্নীতি, বাল্যবিবাহ, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি বিষয়ে জুমার খুতবায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনার মাধ্যমে সাধারন মুসল্লী এবং জনসাধারনকে এসকল ঘৃণ্য, গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকার আহবান জানানো হয়;
- হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অসহায় দুস্থ জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা প্রদান;
- আহম্মদ আলী পাটওয়ারী (র:) ওয়াক্ফ এস্টেট কর্তৃক রমজান মাসে ৩০০ (তিনশত) এতেকাফকারীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন মিরপুরস্থ হযরত শাহ্ আলী বাগদাদী (র:) জেনারেল হাসপাতাল বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।
- তাছাড়া, হাজী গোলাম রসুল সওদাগর ওয়াক্ফ এস্টেট, চট্টগ্রাম; পাগলা মসজিদ ওয়াক্ফ এস্টেট, কিশোরগঞ্জসহ দেশের বড় বড় ওয়াক্ফ এস্টেটগুলো ধর্মীয় শিক্ষাসহ লিল্লাহ খাতে অর্থ ব্যয় করছে।

<u>প্রচার ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম :</u>

- অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়াক্ফ

প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিভিন্ন ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রচারণামূলক এবং সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রচারণামূলক এবং সেবামূরক কার্যক্রমের গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্ফ) বাংলাদেশ কর্তৃক হজযাত্রীদের ফ্রি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

১৫ আগস্ট জাতীয় শোকদিবস পালন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ওয়াক্ফ প্রশাসন পরিদর্শন

১০.২.৬ **অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :**

- ওয়াক্ফ প্রশাসনের সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদানের সুবিধার্থে ওয়াক্ফ ভবনের ৪র্থ তলায় একটি অভ্যর্থনা ডেস্ক/হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে;
- তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে;
- ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন-২০১৩ এর আওতায় ০১ টি ওয়াক্ফ এস্টেটের উন্নয়ন কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদীহিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ওয়াক্ফ ভবনে সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে;
- ওয়াক্ফ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন কার্যক্রম শুরু হয়।

১০.২.৭ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা :

- জরিপের মাধমে চিহ্নিত ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহ তালিকাভূক্তকরণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ;
- LED Panel এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সচিত্র প্রদর্শন;
- নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন;
- জেলা পর্যায়ে ওয়াক্ফ প্রশসানের নিজস্ব ভবন স্থাপন;

--------o-------

১০.৩ হজ অফিস, ঢাকা

১০.৩.১ হজ অফিসের পরিচিতি

১৯৫১ সালে চট্টগ্রামস্থ পাহাড়তলীতে পোর্ট হজ অফিস স্থাপন করা হয়। শুরুতেই পোর্ট হজ অফিসটি পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ রিলেশনস্ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে কালক্রমে ১০টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়ে সর্বশেষ ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। ১৯৮৪ সন পর্যন্ত চট্টগ্রামে সমুদ্রপথে এবং ঢাকায় অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে আকাশপথে হজযাত্রী প্রেরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালে পোর্ট হজ অফিসের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'হজ অফিস' নাম করণ করা হয়। ১৯৮৯ সালে হজ অফিস চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকায় স্থায়ী হজক্যাম্প না থাকায় হজ অফিসটি ১৯৮৯ হতে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত ঢাকার মিরপুর এবং নবাবকাটারায় ভাড়া করা বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অস্থায়ী হজক্যাম্প স্থাপন করে হজকার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে হজযাত্রীদের আবাসন, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন সুবিধাসহ ঢাকার বিমানবন্দরস্থ আশকোনায় ৫ একর সম্পত্তির উপর স্থায়ী হজক্যাম্প নির্মাণ করা হয়। এ হজক্যাম্পে স্থায়ী হজ অফিস,ঢাকা এর কার্যক্রম ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়। বর্তমানে এ ক্যাম্প থেকে হজ-অপারেশন চলমান রয়েছে।

১০.৩.২ রুপকল্প (vision): হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিশ্বমানে উন্নিতকরণ

১০.৩.৩ অভিলক্ষ্য (mission): তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহযাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বান্ধব আধুনিক উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ

১০.৩.৪ সাংগঠনিক কাঠামো

হজ্জ অফিস, ঢাকা এর প্রধান নির্বাহী হলেন পরিচালক। এ পদে সরকারের যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত। হজ্জ অফিসের পরিচালক সরকারের হজ্জনীতি বাস্তবায়নের মূখ্য কর্মকর্তা। অফিসের প্রশাসনিক কার্যসম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য একজন দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদার সহকারী হজ্জ অফিসার, ১১ জন তৃতীয় শ্রেণি এবং ০৭ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিবছর হজ্জ মৌসুমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২১ জন কর্মচারী তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী, অস্থায়ী ও ৩মাস মেয়াদী মৌসুমি কর্মকর্তা এবং কর্মচারি মিলিয়ে হজ্জ অফিসের মোট জনবল ৪১

১০.৩.৫ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Stratigic Objectives)

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ,সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ , হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রা এর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং-ওয়েবসাইটে হজকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটন্ত ওয়েবসাইট;ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান/
- আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণ ও ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রীদের হজক্যাম্প ,ঢাকাএবং ইসলামিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয় , ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজ্জক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অফিস স্থাপন;
- প্রাপ্ত কোটা অনুযায়ী হজযাত্রীদের নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ
- হজযাত্রী ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণ
- হজযাত্রীদের ভিসা সংগ্রহ ও হজে প্রেরণ

১০.৩.৬ কার্যাবলি (Functions)

- বৈধ হজ এজেন্সির সাথে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ ও ওমরাহ্ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ
- হজক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ, ক্যাম্পে অবস্থানরত হজযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান;
- হজে গমণেচ্ছুদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্নকরণ
- হজযাত্রীদের পিআইডি প্রদান, আইডি কার্ড ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ
- হজযাত্রী, হজ গাইড, হজ এজেন্সি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ
- হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাকরণ
- হজযাত্রীদের টিকা প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান
- হজ বিষয়ক অভিযোগ নিস্পত্তি
- হজ তথ্য সেবা কল সেন্টার স্থাপন

- সৌদি আরবে মোনাজ্জেমদের তথ্য প্রেরণ
- বিমান কতৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সিডিউল অনুযায়ী হজযাত্রীদের ফ্লাইট শিডিউল প্রস্তুত

১০.৩.৭ হজ প্রতিবেদন ২০১৯

⊡ বাংলাদেশ বিমান ও সৌদিয়া যোগে আগত সর্বমোট হজযাত্রী ১২৭,১৫২ জন (ব্যবস্থাপনা সদস্য সহ);

⊡ আগত বিমান ও সৌদিয়ার সর্বমোট ফ্লাইট সংখ্যা ৩৬৫ টি।

⊡ এ বছর পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয় ১০ আগস্ট, ২০১৯ রোজ শনিবার

⊡ সর্বমোট ইস্যুকৃত হজযাত্রীর ভিসার সংখ্যাঃ ১,২৬,৭১১ টি;

⊡ অনলাইনে হেলথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে ১,২৭,২৯২ জন হজযাত্রীর;

⊡ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হজ এজেন্সির সংখ্যা ৫৯৮ টি

⊡ সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট হজযাত্রীর সংখ্যা ১,২৬,৯২৩ জন

⊡ হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার প্রথম ফ্লাইট ০৪ জুলাই, ২০১৯

⊡ হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাত্রার শেষ ফ্লাইট ০৫ আগস্ট, ২০১৯

⊡ হজযাত্রীদের প্রথম ফিরতি ফ্লাইট ১৭ আগস্ট, ২০১৯

⊡ হজযাত্রীদের শেষ ফিরতি ফ্লাইট ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

১০.৩.৮ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর।

⊡ জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা। মোবাইল নাম্বার- ০১৭১৫০৫৭৫৬৯

১০ বাংলাদেশ ৪.হজ অফিস, জেদ্দা

হজ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর (হজ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ মন্ত্রণালয়, বাড়ি ও বাড়ির মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর(হজ) এর কার্যালয় (হজ অফিস) জেদ্দায় কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর(হজ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজের কার্যক্রম সম্পাদন কতে হতো। এতে অহেতুক সময়ের ও সরকারি অর্থের অপচয় হতো। এ বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। হজ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ অফিসেরও হজ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

১০.৪.১ বাংলাদেশ প্লাজা, জেদ্দা হজ টার্মিনাল

বাংলাদেশের হজযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমণ করে সরাসরি জেদ্দা হজ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে

হজযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমণ করেন। উল্লেখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান বর্তমানে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০.৪.২ হজযাত্রীদের আবাসন

হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে অনিয়মকে দূর করে বাড়ি ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০.৪.৩ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

হজ ব্যবস্থানায় গুনগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হওয়ায় তা সৌদি আরবের হজ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াস্সা অফিস ২০১৮ ও ২০১৯ সনে হজ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করে।

হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে হজ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। হজযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের পথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

১০.৪.৪ একনজরে বাংলাদেশ হজ অফিস, সৌদি আরবের হজ কার্যক্রম - ২০১৯

- ⊡ সর্বমোট ফিরতি ফ্লাইট সংখ্যা ৩৫১ টি। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পরিচালিত ১৬৯ টি; সৌদি এয়ারলাইন্স পরিচালিত ১৮২ টি;
- ⊡ সৌদি আরবের আইটি হেল্পডেস্ক হইতে প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ৬৫,৫৭১ টি;
- ⊡ আইটি হেল্পডেস্ক, মিনা হইতে প্রদত্ত সেবা সংখ্যা: ৪,৮৮৯ টি;
- ⊡ সৌদি আরবের চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র সংখ্যা ১,২১,৭২৬ টি;
- ⊡ সৌদি আরবের চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবা সংখ্য ১,২১,৭৯৬ জন;
- ⊡ সৌদি আরবে সর্বমোট ইন্তেকাল করেছেন ১১৭ জন হজযাত্রী/হাজী; পুরুষ-১০০

১০.৫ হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১০ ১.৫.রূপকল্প : (Vision) হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়ন।

১০ ২.৫.অভিলক্ষ্য :(Mission) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালনা, সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান এবং হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পের্ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রসার।

১০ ৩.৫.২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি :(Functions)

হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও অবকাঠমোগত উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রধান কাজ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ট্রাস্ট তহবিল থেকে ১০০৫টি হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ০১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ৪৮৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত ২,০০.০০,০০০/=টাকা দেশের প্রায় ৮,০০০/= পূজা মন্ডপে প্রদান করা হয়।

(ক) বহিঃবাংলাদেশ তীর্থ (মায়াপুর, গয়াকাশী,মথুরা, বৃন্দাবন) ভ্রমণ বাস্তবায়ন (২৪/০২/২০১৯ থেকে ০৮/০৩/২০১৯ পর্যন্ত)সহ দেশের অভ্যন্তরে ০২টি তীর্থযাত্রা(সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম ও আদিনাথ ধাম, কক্সবাজার ও মহাতীর্থ লাঙ্গালবন্দ এবং বারদী শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম) সম্পন্ন।

বহিঃবাংলাদেশ তীর্থ (মায়াপুর, গয়া, কাশী,মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, তারাপীঠ ও কুম্ভমেলা) ভ্রমণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কাশীতে তীর্থ যাত্রীগণ

বারদীর লোকনাথ মন্দিরে তীর্থ যাত্রীদল

(খ) প্রধান কার্যালয় ও জেলা পর্যায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে চাহিদা মোতাবেক ২৮১ টি নতুন পদসৃষ্টির প্রস্তাব প্রেরণ।

(গ)হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত ২১ কোটি টাকা থেকে ১০০ কোটি টাকায় উন্নিত।

(ঘ) ২২৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮১২টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কারে "সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্পে ২৭/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখে একনেকে চূড়ান্ত অনুমোদন।

(ঙ) "সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জীবনমান উন্নয়নে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা ও মঠ-মন্দির সংস্কার-সরকারের অর্জন" বিষয়ক প্রীতি সমাবেশ ২৫/০৪/২০১৯ খ্রি. দি ইস্টিটিশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরর হমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ প্রার্থনা ও সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনা আয়োজন।

(ছ) শুভ জন্মাষ্টমী বিপুল উৎসহ উদ্দীপনার সাথে সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে উদযাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা প্রদান।

(জ) ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৯ দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

(ঝ) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৯ ট্রাস্ট কার্যালয়ে উদযাপন ও শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং সারা বাংলাদেশে মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা ৫ম পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে প্রার্থনার আয়োজন।

(ঞ) ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে আলোচনা ও প্রার্থনা সভার আয়োজন।

(ট) আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ।

(ঠ) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সেবা গ্রহিতাদের সঙ্গে মতবিনিময়:

তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়

(ঠ) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যান্য কাজ:

সাবেক ট্রাস্টি ও দেশের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পি সুবীর নন্দীর প্রতি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

<u>মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৫ম পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:</u>

‘মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় চলমান। প্রাক-প্রাথমিক, গীতাশিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়েপড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সরকারের Vision-২০২১’ বাস্তব রূপায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটি ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে। জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে এবংডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে।

প্রকল্পের অর্জন :

১। পঞ্চম পর্যায় প্রকল্পে ৬৪ জেলায় মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে ৫,৮০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ১,৭৪,০০০ জন শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক, ২৫০ টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬,২৫০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থীকে এবং ৪০০ টি গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১১,০০০ জন শিক্ষার্থীকে গীতা শিক্ষায় (মোট ১,৯১,২৫০ জন) পারদর্শী করা হয়েছে।

২। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের ৩২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৬,৫৭৮ জন শিক্ষক/কনটিনজেন কর্মচারীর পার্টটাইম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমকিা পালন করছে।

৩। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৫% ও শিক্ষকদের ৮৫% এর উর্দ্ধে মহিলাদের মধ্য থেকে পূরন করা হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের সূযোগ সৃস্টি করেছে ।

৪। প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু, বয়স্ক ও গীতা শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় চর্চার সূযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

৫। অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয় গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

শিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্পের একটি গীতাশিক্ষা কেন্দ্র প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের কর্মশালা-২০১৯

প্রকল্পের ঢাকা জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক প্রকল্পের সুনামগঞ্জ জেলা কর্মশালা-২০১৯

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও মন্দির কমিটি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী দানশীল ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিভিন্ন দান ও অনুদানের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বেগবান হচ্ছে। গীতাশিক্ষা কেন্দ্র এ প্রকল্পের ০১ টি বিশেষ আকর্ষণ। পিছিয়ে পড়া সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার ও উজ্জীবিত করণে বর্তমান সরকারের গৃহিত এ উদ্যোগ বিশেষ প্রসংশার দাবী রাখছে।

সর্বোপরি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং উন্নত জাতি গঠনে মন্দির ভিত্তিক প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি): নতুন পদ সৃজন করা না হলে ট্রাস্ট সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে ব্যার্থ হবে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হলেন–

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপ-পরিচালক, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৬৬৮০৪৫, মোবাইল: ০১৭১৬৫০২১৫৯

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৩ (তিন) জনকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

১০.৬ বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১০.৬.১ ভূমিকা

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা । দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৬৯ নম্বর অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) এর বিধান অনুসারে Buddhist Religious Trust Ordinance, ১৯৮৩ রহিতক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক পুনঃপ্রণীত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১৭ নং আইন) এর ৩ নম্বর ধারার বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বলে পরিগণিত ও পরিচালিত।

১০.৬.২ বোর্ড অব ট্রাস্টি

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি ঘটানোর নিমিত্তে বর্তমান সরকার ট্রাস্টিদের মনোনয়ন দিয়ে গতিশীল ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠন করেন। গত ২৫ জুলাই ২০১৮খ্রিঃ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন মুলে ১২ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড পূর্নগঠন করা হয় । বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় সদস্যবৃন্দের নাম পদবী নিম্নে প্রদান করা হলো :

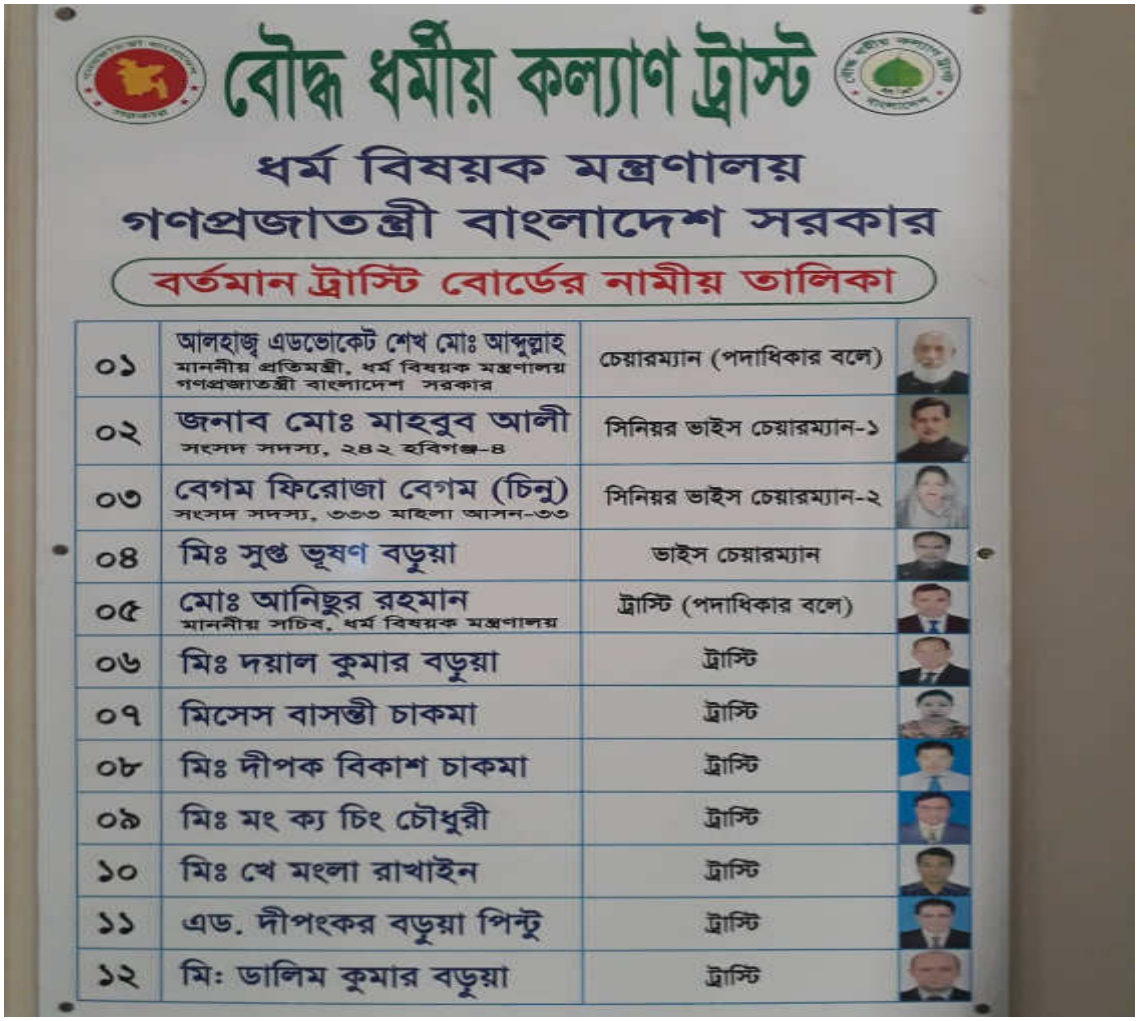

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের নামীয় তালিকা

০১	আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারম্যান (পদাধিকার বলে)	
০২	জনাব মোঃ মাহবুব আলী সংসদ সদস্য, ২৪২ হবিগঞ্জ-৪	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান-১	
০৩	বেগম ফিরোজা বেগম (চিনু) সংসদ সদস্য, ৩৩৩ মহিলা আসন-৩৩	সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান-২	
০৪	মিঃ সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া	ভাইস চেয়ারম্যান	
০৫	মোঃ আনিছুর রহমান মাননীয় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ট্রাস্টি (পদাধিকার বলে)	
০৬	মিঃ দয়াল কুমার বড়ুয়া	ট্রাস্টি	
০৭	মিসেস বাসন্তী চাকমা	ট্রাস্টি	
০৮	মিঃ দীপক বিকাশ চাকমা	ট্রাস্টি	
০৯	মিঃ মং ক্য চিং চৌধুরী	ট্রাস্টি	
১০	মিঃ খে মংলা রাখাইন	ট্রাস্টি	
১১	এড. দীপংকর বড়ুয়া পিন্টু	ট্রাস্টি	
১২	মিঃ ডালিম কুমার বড়ুয়া	ট্রাস্টি	

১০.৬.৩ স্থায়ী আমানত

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা কালে ১৯৮৪খ্রিঃ তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করেন এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টে কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমান ৭.০ কোটি টাকা।

১০.৬.৪ রূপকল্প

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ।

১০.৬.৫ অভিলক্ষ্য

দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উদযাপন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ

১০.৬.৬ ট্রাস্টের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্যক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ণগঠনের পর থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান ও ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের গতিশীল নির্দেশনা এবং সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান ও সকল সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট কার্যক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে যা দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংখ্যা ৩(তিন) হাজার এর অধিক এবং বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

১০.৬.৭ বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনালয়/ শ্মশান সংস্কার ও মেরামত করার জন্য অনুদান প্রদান

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপাসনাল/শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদান ও বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা সংস্কার ও মেরামতের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং শ্মশান সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ জনগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছে ।

১০.৬.৮ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুদান প্রদান

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বরাবরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করে আসছে।

২ ... ধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ১(এক) কোটি টাকা বিশেষ অনুদান দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে অগ্রধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করেছে। তৎজন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তথা বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

১০.৬.৯ অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও দুঃস্থদের চিকিৎসা সহায়তা (বিশেষ অনুদান) প্রদান

... তবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৩ জনকে (অসহায় ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু) চিকিৎসার জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

১০.৬.১০ ধর্মীয় উৎসব উদযাপন

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকারের আমলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ অত্যন্ত জাকঝমকপূর্ণভাবে যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ''**শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ও কঠিন চীবর দান**'' উপলক্ষে মাসব্যাপি বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/উপাসনালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার উদযাপন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে । এ পবিত্র ধর্মীয় দিবসে বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল ও সমৃদ্ধি তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

প্রতিবছরের ন্যায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা ২০১৮ ও শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০১৯** উপলক্ষে বাণী প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ দল, মত নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নের জন্য একযোগে কাজ করার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **"শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা-২০১৯"** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ বঙ্গভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করার জন্য সার্বিক সহযে
ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস এবং ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিসব উদযাপন উপলক্ষে ট্রাস্টের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভার আয়েজেন করা হয়েছে। এছাড়া এসব দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপাসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গল তথা বিশ্ব শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনারও আয়োজন করা হয়েছে।

১০.৬.১২ দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকা প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্বজনীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যার নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্যক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্যক্রমের আওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

১০.৬.১৩ বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যক্রম

বতমার্ন ট্রাস্টি বোর্ড দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খণ্ড) এর প্রকাশনার কাজ সুসম্পন্ন করা হয়। এই উপমহাদেশে বাংলা-পালি সাহিত্যে এটা প্রথম পালি-বাংলা অভিধান। এই অভিধানটি বাংলা-পালি সাহিত্যের গবেষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাছাড়া, শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রথমবারের মত ট্রাস্টের উদ্যোগে ''সপ্তপর্ণী'' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করা হয়। "বুদ্ধ পূর্ণিমা" উপলক্ষে ট্রাস্টে কার্যক্রম সম্বলিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় একটি সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

১০.৬.১৪ ওয়েব-সাইট

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের ''রূপকল্প -২০২১'' বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (*www.brwt.gov.bd*) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইট দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এতথ্য দেশ-বিদেশের লোকজনের অনেক উপকারে আসবে।

১০.৬.১৫ প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প

কোমলমতি বৌদ্ধ শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতাসম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ''প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প''বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট ১০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক- প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এ প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ শিশু মুল ধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে তৃণমুল পর্যায়ে ১০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ হতে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে । এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় ১২টি (বৌদ্ধ অধ্যুষিত) জেলার ৬২টি উপজেলায় মোট ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮ হাজার বৌদ্ধ শিশু ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রাক-প্রথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মুল ধারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬০০০ বৌদ্ধ শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়ন করছে। এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে তৃণমুল পর্যায়ে ৩০০জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ প্রকল্পের শিক্ষকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজার জেলায় শিশুর বিকাশে প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এর উপর কর্মশালঅ আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছে।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক যে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারের মেরামত ও সংস্কার করার জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে সে সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহের মেরামত/সংস্কার কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করার জন্য সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবানসহ অন্যান্য জেলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন।

৪.১৩ অন্যান্য কার্যক্রম

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও সক্রিয় নির্দেশনায় এবং ট্রাস্টের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঠিক পরিচালনায় এবং ট্রাস্টের সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের সার্বিক ও সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

জয় দত্ত বড়ুয়া, সচিব-বৌদ্ধ ধর্মীয়ন কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

১০.৭ খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

১০.৭.১ কল্যাণ ট্রাস্টের ইতিবৃত্তঃ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ জারির ২৬ বৎসর পর ৫ নভেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ইহা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংস্থা, যা পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে।

১০.৭.২ বোর্ড অব ট্রাস্টিঃ ৭ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ, ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আরেং, এমপি, ট্রাস্টি ড. বেনেডিক্ট আলো ডি' রোজারিও, জনাব হিউবার্ট গমেজ, জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার এবং ট্রাস্টি ও সচিব জনাব নির্মল রোজারিও।

১০.৭.৩ অনুদান প্রদানঃ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট ৫৮টি চার্চকে মেরামত, সংস্কার, নির্মাণ, মাটিভরাট, কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য সর্বমোট ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

১০.৭.৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে শুভ বড়দিন-২০১৮ উপলক্ষে প্রাপ্ত অনুদান প্রদান কার্যক্রমঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে শুভ বড়দিন-২০১৮ উপলক্ষে প্রাপ্ত ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১০৭টি চার্চ/গির্জা/ উপাসনালয়ের মধ্যে ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ট্রাস্টি বোর্ডর পরবর্তী সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন চার্চ/গির্জা/উপাসনালয়ে অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হবে।

১০.৭.৫ জাতীয় দিবস উদযাপনঃ

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের স্মরণে ও জাতির সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে।

১০.৭.৬ বঙ্গভবনে শুভ বড়দিন-২০১৮ উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানঃ

প্রতি বছরের ন্যায় শুভ বড়দিন-২০১৮ উপলক্ষে ২৫ শে ডিসেম্বর বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই আয়োজনে বঙ্গভবনে অতিথি তালিকা প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১০.৭.৭ প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

পরিবর্তনশীল সমাজে যুব সমাজের নীতি ও নৈতিকতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গঠনে যুব সমাজের ভূমিকার উপর যুবক-যুবতীদের জন্য ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ৩৭৮ জন যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। এছাড়াও বর্তমান প্রেক্ষাপটে খ্রিস্টভক্ত জনগণের আধ্যাতিক পরিচর্যায় পালক-পুরোহিতগণের ভূমিকা এবং আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহবস্থান গড়ে তুলতে পালক পুরোহিতগণের করণীয় বিষয়ক ১টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাটিতে ১০৮ জন পালক-পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন।

১০.৭.৮ জাতীয় অনুষ্ঠানে পালক/পুরোহিত/পবিত্র বাইবেল পাঠক নিয়োগঃ

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করার জন্য পালক/পুরোহিত/বাণীপাঠক প্রেরণ করা হয়েছে।

১০.৭.৯ অন্যান্যঃ

এছাড়াও উল্লেখিত সময়কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় দেশের খ্রিস্টান সমাজের সাধারণ নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ট্রাস্ট সর্বদা সচেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

১১.০ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ

১১.১ অনুন্নয়ন বাজেট

মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবীসমূহ (অনুন্নয়ন) ২০১৮-১৯

মঞ্জুরি নং-৩২

৩৫-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণায়

দায়যুক্ত পরিচালন ব্যয় :	**০**
অন্যান্য পরিচালন ব্যয় :	**২৪৬,৮০,০০**
সর্বমোট ব্যয় :	**২৪৬,৮০,০০**

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৭-১৮
	সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়			
১৩৫০১০১	**সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	২৪১,১৩,৭৭	২১৮,৫৩,৬২	২০৯,৮১,৩০
১৩৫০১০২	হজ অফিস সমূহ	৫,৬৬,২৩	৬,২০,৭০	৬,২০,৭০
	মোট-সচিবালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :	২৪৬,৮০,০০	২২৪,৭৪,৩২	২১৬,০২,০০
	মোট-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :	২৪৬,৮০,০০	২২৪,৭৪,৩২	২১৬,০২,০০

১১.২ উন্নয়ন বাজেট

৩৫-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণায়

মঞ্জুরি নং-৩২

সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় –আবর্তক :	৫৫৫,১৩,০০
সংযুক্ত তহবিল উন্নয়ন ব্যয় –মূলধন :	৩৬৬,২৯,০০
সর্বমোট ব্যয় :	**৯২১,৪২,০০**

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

সংস্থা	বিবরণ	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৭-১৮
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা অনুযায়ী মোট ব্যয়			
৩৫০১	সচিবালয়	৪০,০০,০০	১০৯,৬৩,০০	৪০,০০,০০
	মোট-সচিবালয় :	৪০,০০,০০	১০৯,৬৩,০০	৪০,০০,০০
৩৫০৫	**সায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান**			
	ইসলামিক ফাউন্ডেশন	৮০৪,১৩,০০	৬৬২,১৭,০০	৭১১,১৮,০০
	হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট	৭৭,২৯,০০	৬৯,৪৩,৪০	৭৬,০৮,০০
	মোট-সায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান :	**৮৮১,৪২,০০**	**৭৩১,৬০,,০০**	**৭৮৭,২৬,০০**
	মোট-ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় :	**৯২১,৪২,০০**	**৮৪১,২৩,০০**	**৮২৭,২৬,০০**

১২। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তথ্যাদি :

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়ঢাকা ,
ফোন৯৫৭৬৩৪৮-০২-৮৮+ -
ফ্যাক্স৯৫১১১১৬-০২-৮৮+ -
ই -মেইল-anwar২৭info@gmail.com
ওয়েবসাইটbd.gov.mora.www -

১৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি :

জনাব মো :সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব)উন্নয়ন(
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়ঢাকা ,
ফোন৯৫-০২-৮৮+ -৭৬৬৬০
মোবাইল০১-৯১৩১৪৬১৩৯
ফ্যাক্স৯৫১২২৮৬-০২-৮৮+ -
ই-মেইল-moragovbd@gmail.com
ওয়েবসাইটbd.gov.mora.www -

১৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের নাম, পদবি, কর্মস্থল, ফোন ও ই-মেইল :

ক্রম	নাম	পদবি	ফোন
১.	আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	+৮৮-০২-৯৫৭৪০০৪ +৮৮-০২-৯৫১৪১২২
২.	জনাব মোআনিছুর রহমান :	সচিব	+৮৮-০২-৯৫১৪৫৩৩
৩.	জনাব কাজী হাসান আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব (আইন)	+৮৮-০২-৯৫১২২৬০
৪.	ড. মোয়াজ্জেম হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	+৮৮-০২-৯৫৪০১৫১
৫.	জনাব মোজহির আহমদ :	যুগ্মসচিব (**বাজেট ও অনুদান**)	+৮৮-০২-৯৫৫৯৪৬৭
৬.	জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী	যুগ্মসচিব (হজ)	+৮৮-০২-৯৫৭৬৩৫৪
৭.	জনাব মু: আ: হামিদ জমাদ্দার	যুগ্মসচিব (সংস্থা)	+৮৮-০২-৯৫১২২৩৯
৮.	জনাব দেলোয়ারা বেগম	যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	+৮৮-০২-৯৫১৫৫৪৩
৯.	জনাব মোশরাফত জামান :	উপসচিব (হজ)	+৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৯
১০.	জনাব মো. সাখাওয়াৎ হোসেন	উপসচিব (প্রশাসন)	+৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
১১.	জনাব মোসাখাওয়াত হোসেন :	উপসচিব (উন্নয়ন)	+৮৮-০২-৯৫৭৬৬৬০
১২.	জনাব মোহাম্মদ কুদ্দুছ আলী সরকার	উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	
১৩.	জনাব রহিমা আক্তার	উপসচিব (বাজেট)	+৮৮-০২-৯৫৪০১৬৪
১৪.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম	উপসচিব (সংস্থা)	+৮৮-০২-৯৫৬৫০১৯

১৫.	জনাব খন্দকার ইয়াসির আরেফীন	উপসচিব (প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব)	+৮৮-০২-৯৫১৪১১০
১৬.	জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন	সিনিয়র সহকারী সচিব	
১৭.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম	সিস্টেমস এনালিস্ট	+৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৮
১৮.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন	সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা	+৮৮-০২-৯৫৭৬৩৪৮
১৯.	জনাব শাহ্ মো. কামরুল হুদা	সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিবের একান্ত সচিব	+৮৮-০২-৯৫৭৪০১১
২০.	জনাব আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ	সহকারী সচিব সচিব	+৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২
২১.	ভূঁঞা মোরেজাউর রহমান ছিদ্দিকি :	সিনিয়র সহকারী প্রধান	+৮৮-০২-৯৫৭৭২৩৮
২২.	জনাব মো. শিব্বির আহমদ উছমানী	সিনিয়র সহকারী সচিব	+৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৭
২৩.	জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ	সিনিয়র সহকারী সচিব	+৮৮-০২-৯৫৪০৫৮৯
২৪.	জনাব মো. মোস্তফা কাইয়ুম	সিনিয়র সহকারী সচিব	+৮৮-০২-৯৫৪০১৪৭
২৫.	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	প্রোগ্রামার	+৮৮-০২-৯৫৪০১৬৫
২৬.	জনাব এস মনিরুজ্জামান .এম .	সহকারী সচিব	+৮৮-০২-৯৫৮৫২০০
২৭.	জনাব মো. জিয়াউদ্দিন ভূঁঞা	সহকারী সচিব	+৮৮-০২-৯৫৪৫৩০৬
২৮.	জনাব মোঃ ইমামুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার	+৮৮-০২-৯৫৪০১৬৫
২৯.	জনাব মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ	সহকারী সচিব	+৮৮-০২-৯৫৪০১৬৩
৩০.	জনাব মাসুদ আলম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	+৮৮-০২-৯৫৪০৬০৪

আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নাম	পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ফোন ও ই-মেইল
১.	জনাব সামীম মোহাম্মদ আফজাল	মহাপরিচালক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	+৮৮-০২-৮১৮১৫১৬ dg_if@yahoo.com
২.	জনাব মো: শহীদুল ইসলাম	ওয়াক্ফ প্রশাসক (অতিরিক্ত সচিব)	বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়, ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা।	+৮৮-০২-৪৯৩৫৭৬৮২ waqf.gov.bd@gmail.com
৩.	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম	পরিচালক (উপসচিব)	হজ অফিস, ঢাকা, হজ ক্যাম্প, আশকোণা, উত্তরা, ঢাকা।	+৮৮-০২-৮৯৫৮৪৬২ hajjofficeashkona@gmail.com
৪.	জনাব মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান	কাউন্সেলর(যুগ্মসচিব)	বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদিআরব।	০০৯৬৬-৬৩৩৪২২৬ (অফিস) missionhajj@gmail.com
৫.	জনাব বিষ্ণ কুমার সরকার	সচিব (উপসচিব)	হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ১/আই পরিবাগ, রমনা, ঢাকা।	+৮৮-০২-৯৬৭৭৪৪৯ hindutrustbd@ymail.com
৬.	জনাব জয়দত্ত বড়ুয়া	সচিব	বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, অতীশ দীপংকর সড়ক, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকা।	+৮৮-০২-৭২৭২৬৪৭ brwt২০১০@gmail.com
৭.	জনাব নির্মল রোজারিও	সচিব	খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮২ তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	+৮৮-০২-৯১৩৯৯০১ crwt০৯@yahoo.com

সৌদি আরবের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও প্রতিনিধি দলের সাথে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের বৈঠক

হজযাত্রী ও হজ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ